প্রথম প্রয়াণ।

শ্রী হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

[illegible]

প্রথম প্রয়াস।

শ্রী হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।
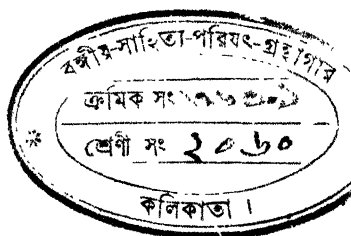
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

১৭৯৮ শক।

উৎসর্গপত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বজ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

মহাশয়!

শৈশবাবস্থায় আমার মুখ নিঃসৃত অসংলগ্ন বাক্য পরম্পরা শ্রবণে আপনি যতদূর হর্ষিত হইতেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনুভব করা আপনার পক্ষে সহজ নহে; সুতরাং আমি সেই অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে মৎ-প্রণীত কতিপয় অসংলগ্ন কবিতা আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। ইহা স্নেহে গৃহীত হইলেই কৃতার্থ হইব।

আপনার একান্ত বশম্বদ

ভ্রাতা

শ্রী হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম-প্রয়াস।

নিশীথ কালে,

কোন এক রুগ্ন ব্যক্তির খেদোক্তি।

"নিশার আঁধারে হায়, হলোনা নিমগ্ন
কেনরে এ তনুতরী, স্বধু যাতনার,
আঁধারে বিলয় হতো, নিভিত যাতনা
প্রদীপ্ত অনল-শিখা হৃদয় কন্দরে।
এ বিষ ব্যাধির জ্বালা কত সব আর,
হা ধাতা ! দয়ার সিন্ধু বৃথা নাম তোর,
দয়ার সাগর যদি তুই রে বিধাতা,
তবে কেন এ অভাগা যাচে অনুক্ষণ,
যাইতে শমন বাসে ব্যাধির পীড়নে,
জুড়াবে কি জ্বালা তার শমন আলয়ে ?
মিছার সে আশ হায়, বিধি শত্রু যার,
কেহনা বান্ধব তার হবে রে জগতে,
জগত বিজন, শত্রু শার্দ্দূল তুইরে,
কি কায জানালে তোরে, দুঃখ অরিবর !
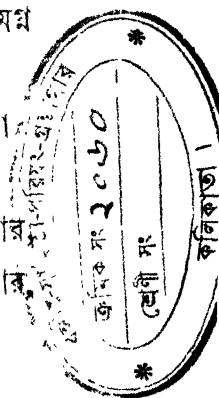
সিতাসিত হয়দ্বয় জুড়িয়া রথেতে
চলেছে সময় রাজা ঋতু চক্ররথে,
বসন্ত বরিষা হিম নিদাঘ হায় রে
কত ঋতু কত দিন গেল কতবার,
অভাগা তেমনি আছে, তেমনি ব্যাধির
কঠোর পীড়নে, জীর্ণ ক্ষীণ দেহ তার।
এই যে নীশার পৃথ্বি নিমগ্ন আঁধারে,
এই যে নিরব মুখ মলিনা অবনী,
(হত পুত্র দেব মাতা যেন রে বিরলে
বসিয়া নীরব হায় ক্ষুব্ধা পুত্র শোকে)
ভাতিলে সে বিনোদন দেব প্রভাকর,
ঘুচে যাবে ধরিত্রির ঘোর তমজাল।
কিরণ সুধার পানে হাসিবে মেদিনী,
তরু গিরি নদী নীর নর নারী সবে
ফুল্ল হবে পুনঃ তায়, আবার বিহঙ্গ
কুল, সুমধুর স্বরে মজাবে বিপিন
মজিবে জগত জীব মজিবে সবাই
কিন্তু এ অভাগা হায় এমনি রহিবে।
ব্যাধির বিঘোর ঘন তমরাশি জালে
ঘেরেছে এ অভাগায় চির অন্ধকারে,

পরাজিত রবি শশী কাটিতে সে জাল
রচিত প্রারব্ধ চক্রে কাটে সাধ্য কার ?
আশার খদ্যোত আলো আছে মাত্র সুধু ,
সম্বল সে এ বিঘোর ব্যাধির আঁধারে ।

হায় রে হৃদয় তাপে নয়ন বিমানে
উদিত বিষাদ ঘন নিরধর ঢালে
(বরিষা বারিদ প্রায়) নীর বিন্দু-রাশি
আর কি কভু সে পোড়া নয়নের জল
ঘুচিবে এ অভাগার, আর কি উদিবে
উল্লাস মোহন ভানু নয়ন গগনে ।

কত সাধে সে সুস্থতা সৌম্য শিবমূর্ত্তি
করেছিনু প্রতিষ্ঠিত এ দেহ মন্দিরে,
নিত্য আসি নব বেশে যড় রিপু হায়
সে নায়িকা ছয় জন মিলায়ে সুস্বনে
গাইত নাচিত কত, স্মরিলে সে সব
এবে, প্রাণ ফাটে, কত কি কহিব আর ?
ব্যাধির দানব সেনা—দুরন্ত নির্দ্দয়
ভেঙে দিল সে শঙ্কর সৌম্য শিব মূর্ত্তি,
ভেঙেছে মন্দির এবে, কতরে বিলম্ব
পতনে আর সে ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরের ?

উঃ এ বিষ জ্বালায় কে সুধার প্রলেপ—
মা এনিদারুণ জ্বালা কত সব আর?
সংসার কলহ খর রৌদ্র তাপানলে
জ্বলিয়া আসিতে যবে, কহিতে সন্তানে—
"কহ যাদু প্রিয় ধন কুশলেত আছ"
"আছি ভাল" হেসে তুষে কহিত সন্তান
(হায় যথা মরুভূমে পেয়ে স্রোতস্বতী)
অমনি ভুলিতে মাগো পূর্ব্ব সব জ্বালা
সে সন্তানে কেমনে মা দেখিবে নয়নে
ভস্মীভূত চিতানলে? নহোগো বিলম্ব,
গেল তব হৃদিধন, হায়রে শ্মসান
তব সুখ আলিঙ্গনে ভুলে যাব পূর্ব
যত সুখ, নিভে যাবে বাসনা প্রদীপ
আশার তোষণ বাক্য মানিবেনা আর।
ভূত পূর্ব কথা স্মরি কভু প্রিয় ভ্রাতা
স্মরিয়া প্রাণের ভাই কহিবে কাতরে—
"ছিল সহোদর ভ্রাতা প্রাণে ক্ষোভ দিয়া
অনন্ত কালের স্রোতে গেলরে ভাসিয়া"
কহিবে আত্মীয় সবে "ছিল প্রিয় জন
সবে ভাল বাসিত আর কি দেখা পাব

আর কি সে প্রিয় ফুল (বিনষ্ট যা এবে)
ফুটিবে এ মেদিনীর সংসার বিপিনে।”
হায়রে সে বাল্যকাল পড়িলে তা মনে
আর কি মরিতে ইচ্ছা হয়রে জনমে ?
সঙ্গি সহ মিলি যবে পুতলি লইয়া
দেখিতাম নানা রঙ্গে, হাসিয়া নিতেন
মাতা ক্রোড়ে, প্রচুম্বিয়া রক্ত গণ্ড দেশ ;
কভু রোষ বশে মাতা যবে প্রহারিতেন
কপোল প্রদেশে, দূরে যেতাম চলিয়া
কিন্তু হায় কুরঙ্গিনী পারেকি তিষ্ঠিতে
কভু দূর বনদেশে ফেলিয়া শাবক ?
আসিত ছুটিয়া মাতা তুষিত আদরে,
ধরিতেন ক্রোড় দেশে করুণারূপিণী
আর কি হেরিতে পাব সেকরুণারূপ ।
কত রঙ্গে বাল্যলীলা হরষে বিষাদে
কেটে গেল ধরাতলে কহিব কেমনে,
সহজে, পাষাণ হিয়া পারে কি ত্যজিতে
কভু চির পরিচিত হৃদয় বান্ধবে ?
সুখবাল্য দশাহতে পরিচিত পৃথ্বি
এ প্রিয় বান্ধব রবে, কেমনে তাহারে

বল, ত্যজি, যাব চলে সে শমন পুরে
কিন্তু হায় বিধি চক্রে ঘটিল তা আজ।
সবস্থির প্রকৃতির এনিশিথ কালে,
শান্তিময়ী নিদ্রাক্রোড়ে নিরবে নিদ্রিত
সব জনে, কিন্তু ভাগ্য হীন আমি, তেঁই
নিদ্রা শূন্য দিবা নিশি তিতি অশ্রুনীরে।
সদাই বিরলে কাঁদি, না কাঁদিব কেন?
পারে কি থাকিতে স্থির আবদ্ধ মূষিক
কাল সর্প গ্রাসে কিম্বা জলন্ত পাবকে?
কেমনে রহিবে স্থির এ অভাগা তবে?
সাধেকি পোড়ে এ প্রাণ, হাধরিত্রী, সব
অবগত তুমি, কিছু অবিদিত নাই
করেছি গো এ যৌবন মধু সুধা পানে
কতরঙ্গ তবপরে, স্মরিলে সে সব
আর কি মরিতে ইচ্ছা হয়রে জীবনে?
হায় সে কমল মধু পারি না ভুলিতে।
বাল্যলীলা অতিক্রমি যবে অভিষিক্ত
বিধিদত্ত এ যৌবন রাঁজ্যখণ্ড ভাগে,
হায়রে রাজেন্দ্র যথা, অভিষেক দিনে
পরে গলে ফুল মালা, তেমতি বিধাতা

লালসা মোহন মালা দিলে গল দেশে,
বিচ্ছেদ মিলন শ্বেত কৃষ্ণ মলয়জে
শোভিলে ললাট দেশ কত যে যতনে,
দিয়ে ছিলে উপহার পড়েকি তা মনে
প্রেম মরকত মণি অতুল ভুবনে
দৃঢ় আঁটি রেখেছিতা হৃদয় পাষাণে।
কিন্তু বিধি হীন, বিধি! একি অবিচার—
রাজেন্দ্র করিলে যারে দিয়া রাজটীকা
শিরে নিজ করে, পুনঃ কেমনে তাহারে
বাঁধিল ব্যাধির চির বদ্ধ কারাগারে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা, হে ভুবন পতি!
অপক্ষ পাতী রাজা তুমি এ পৃথ্বীরাজ্যের,
করেছি কুকর্ম্ম যত গুপ্ত কি তোমারে?
কেননা দোষের শাস্তি দিবে পৃথ্বী পতি?
সুচারু বিলাস তরু দিয়েছিলে যত্নে
রোপিয়া এ মনঃক্ষেত্রে, কিন্তু দুরাচারী
নির্য্যাসি সুরস তার মাতায়ে তাহারে
নিত্যতা করেছে পান, অবিরত হায়;
হইয়া প্রমত্ত তায় করেছি কি কত
সে সব মত্ততা ফল না ফলিবে কেন?

হায়রে বিহঙ্গ শিশু নব পাখা পেয়ে
উল্লসিত মনে যথা উড়ে সে চৌদিকে,
কল গীত ধ্বনি করি প্রতি শাখী পরে
নব নব ফুল কুলে মজায় রসনা,
তেমতি যৌবন চারু পক্ষ বিস্তারিয়া
বসেছি উড়িয়া কত রমণী লতিকা
দল পরে লুটেছিযে কত মধুমাখা
ফল তার, কেমনে তা কব আজি রে।
পোড়া মুখে, কায নাই সে সব স্মরণে,
না স্মরিবা পূর্ব্ব সুখ রবরে কেমনে
পারে কি ভুলিতে কভু আবদ্ধ পিঞ্জরে
বনবাসী পাখী, পূর্ব্ববন পর্য্যটন ?
নবীন যৌবন পাখী আমি, বদ্ধ এবে
এব্যাধির চিরবদ্ধ যাতনা পিঞ্জরে,
পারি কি থাকিতে স্থির বারেক না স্মরি
সে মদন মনোরম বিজন ভ্রমণ ?
কিন্তু রে সে সব পর্ব্ব সুখ স্মৃতি হায়
বিষধর কাল ফণী, দংশে নিরন্তর
বিষদন্তে কাটে হৃদি জ্বলিয়ে জ্বালায়
কব তা কাহার কাছে বিদীর্ণ হিয়া রে।

সে মঞ্জু কানন মাঝে ভ্রমেছি আনন্দে
কত দিন হায় প্রিয় বন্ধু দর শনে,
নিরানন্দে যাব চলি ত্যজি মর্ত্ত্যপুরী
বারেক ফেলিবে কিরে অশ্রুবিন্দু তারা ?
হা প্রিয় বান্ধব দল, আর কি কভু এ
অভাগারে স্মরিবেরে বান্ধব বলিয়া ?
কে কবে কাহার তরে বল প্রাণ সখা
বিসর্জ্জিয়া নিজ সুখ কেঁদেছে বিজনে,
এই যে ব্যথিত আমি যাতনা অনলে
বারেক কি দেখিতে এলে প্রিয় বন্ধুগণ ?
কিন্তু সে দোষে গো বৃথানিন্দি তোমা সবে
এই তরে চির বিধি সংসার মণ্ডলে ;
বৃন্ত হীনা পদচ্যুতা যবে সরোজিনী
আর কি মিহির তারে (ভাবি পূর্ব প্রেম)
ছাড়ে কি পোড়াতে কভু উগরি অনল
রাশি, সে কুসুম কায়ে এত যে প্রণয় ?
ভাঙ্গিলে সৌভাগ্য বৃন্ত মানব কুসুম
কেন না পুড়িবে তবে সুখরবি তাপে ।
হা ধাতা এ পৃথ্বী এবে শূন্য মরুদেশ
মোর কাছে, সুখশূন্য সব চরাচর ।

পেয়ে ছিনু প্রিয়ামুখ অমূল্য রতন
সমতুল আর তার আছে কি জগতে ?
জানিরে সে ইন্দ্র পুর পূর্ণ রত্ন জ্বলে
জানিরে সে রক্ষ কুল পতি রত্নগার
কিন্তু প্রিয়ে তব মুখ অমূল্য মাণিক
খুঁজিলে এ ভুবন ময় পাবনা এমন।
কিছার অমর পুরে তুচ্ছ রত্ন রাশি
চাহিনা লঙ্কার রত্ন সামান্য খনিজ,
ভিখারী নইরে আমি, ও মুখ রতন
রয়েছে হৃদয়াগারে অভাব কি মোর ?
কিন্তু প্রিয়ে এতদিনে ভেঙ্গেছে অদৃষ্ট,
এইত দুরন্ত ব্যাধি নাশিবে জীবন ;
না জানি অমূল্য রত্ন কোন ভাগ্য যুতে
হবে, কিম্বা মোর দশা পাবে প্রাণ ধন
প্রাণ ভরে একবার স্মরিগো তোমারে
এ জনম তরে প্রিয়ে স্মরি একবার,
আর কি দেখিতে পাব সে মোহন রূপ ?
কণক কমল মুখ আর কি হেরিব ?
ঘন কেশ জাল মাঝে সে সিন্দুর বিন্দু
হৃদয় শোণিত বিন্দু, আর কি হেরিব ?

হা প্রিয়ে সে দেশান্তর যাত্রাদিনে যবে
প্রচুম্বি, ললাট দেশ, ফেলছ কাতরে
অশ্রুনীর, কেঁদেছে এ অভাগা তখনি
হতোরে মুকুতা রাজি যদি অশ্রুরাশি
বিনিময় করি কণ্ঠে দিয়া রাখিতাম
পরিতাম কণ্ঠ হার করি গল দেশে।

যেতাম ভ্রমিতে যবে বিপিন প্রদেশে
আনিতাম ফুল কুল তব তরে প্রিয়ে!
সাজাতাম ফুল সাজে নীরদ চিকুর,
বিজলি খেলিত ফুল কুল তার মাঝে,
কত কি কহিতে প্রিয়ে, কুঞ্চিত অধরে
মৃদু হাসি শোভাকি ধরিত তখন রে
আর কি এ পোড়া আঁখি হেরিবে সে হাসি?
আর কি হেরিতে পাব সে মুখ চন্দ্রমা?

যবে বাতায়ন পাশে সুখ শয্যাপরে
শুইতাম দুইজনে, আসিত অদৃশ্যে
অতি মৃদু পদ ভরে নিদাঘ সমীর
করিত ব্যজন তব চারু মুখ পরে
হৃদি বাস খুলে দিতে কভু গ্রীষ্ম তাপে,
বিস্তারিয়া তারা পতি কর তব বক্ষে

করিত যে কত রঙ্গ কব তা কেমনে
অসতী বলিয়া দোষ দিতাম তোমারে
হাসিয়া কহিতে প্রিয়ে দয়াবান্ বিধু,
কঠিন পুরুষ দলে শিখাবার ছলে
(শিক্ষার সময় ভাবি এ নীশিথ কাল)
দিতেছে অবলা হৃদে সুধার প্রলেপ।”

আর কি সে প্রিয়া মুখ মধু মাখা বাণী
(মধুর বীণার ধ্বনি) শুনিব শ্রবণে ?
জাগাতে প্রভাতে, উঠ প্রাণ সখা বলি,
শুনিতাম কণ্ঠ ধ্বনি উষার তন্দ্রায়
কি মধুর যে সে বর কহিব কেমনে
ঢালিত পিযুস ধারা শ্রবণ বিবরে।

ছুটিত নিদ্রার ঘোর মেলিতাম আঁখি,
অমনি রে দেখিতাম সোণার লতিকা
(ভূপতিত বৃক্ষে যথা বিজড়িত লতা)
পড়েছে হৃদয় পরে এলো থেলো হয়ে।

প্রাণ প্রিয়ে ! ! চির ঘুমে মুদিব এবার
আঁখিদ্বয়, পারিবেনা জাগাতে আমারে
অবলা !! বিধবা বালা হবিরে এবার
চলিল এ তোর সখা জনমের তরে।”

বায়ু দূত।

আহা! প্রিয় সমীরণ, দিলে স্নিগ্ধ আলিঙ্গন,
বল তুমি কোথা হতে এলে?
হেথা তুমি আগমনে, কোন বিরহিনী জনে,
পথ মাঝে দেখিতে কি পেলে?
হুঁ হুঁ বলিতেছ বটে, কিন্তু না প্রত্যয় ঘটে,
দীর্ঘ তপ্ত স্বাসযোগে তার!
তা হলে ঝটিকা হয়ে, অনলের তাপ লয়ে,
পোড়াতে রে জগৎ সংসার॥
আছে মম নিবেদন, কিছুক্ষণ সমীরণ,
দোলো বসি কদলী শাখায়।
ব্যাপ্ত তুমি ধরাময়, কিছু অবিদিত নয়,
জান আমি জ্বলি যে জ্বালায়॥
তুমি হে সমীর ধীর, তুমি ভীম বাত্যা বীর,
জগতের জীবন আধার।

জীব দেহ আলিঙ্গিয়ে, নাসাপথে প্রবেশিয়ে,
রক্ষা কর প্রাণের স্থসার ॥
জগত রক্ষায় তাই, তিলেক বিশ্রাম নাই,
তাই নাম জগতের প্রাণ।
শুন হে জগৎ প্রাণ, হইবে কলঙ্কবান,
মরি যদি তব বিদ্যমান ॥
কি কর্ম্ম করিতে বলি, শুন যদি মহাবলী,
যথা বলি তথা যদি যাও।
মম দূতরূপী হয়ে, গোটা দুই কথা কয়ে,
তার কথা এসে বলে যাও ॥
ইথে কিবা ক্লেশ আছে, জগৎ যাহার কাছে,
এক পদ পরিমিত ভুমি।
কিছু না পাইবে লাজ, সাধিবে আপন কাজ,
প্রাণী-প্রাণ রক্ষক হে তুমি ॥
বলি দিক নিরূপণ, শুন সখা সমীরণ,
সরল দক্ষিণ দিকে যাবে।
নগর পত্তন বন, দেখিবে হে অগণন,
কারু প্রতি ফিরিয়া না চাবে ॥
শুনিবে এ মম বাণী, কিসেতে প্রত্যয় মানি,
জানি তুমি সকৌতুক মতি।

মম দুখ করি হেলা, করিয়া বিষম খেলা,
বিলম্ব করিবে পথে অতি ॥
পাইলে কমলবন, রবে তথা বহুক্ষণ,
নেড়ে তার অলিকে উড়াবে।
প্রাণের সুসার তার, হরে মকরন্দভার,
দলে দলে চুম্বি তবে যাবে ॥
যাও যদি তায় ফেলে, কিন্তু তুমি পথে পেলে,
জলার্থী যুবতী কোন জনে।
তুমি হে বিষম কামী, নিশ্চিৎ জানি হে আমি,
কত খেলা হবে তার সনে ॥
মুখ-বাস খুলে দিবে, দুই গণ্ড পরশিবে,
কেশগুচ্ছগুলি নাচাইবে।
উড়াইয়া বস্ত্র তার, নায়কে কামনা সার,
শুভ্র গুরু উরু দেখাইবে ॥
তথা হতে যেতে যেতে, অমনি উঠিবে মেতে,
দেখা হলে দাবানল সনে।
হুঁ হুঁ স্বনে যোগ দিয়া, ধূমে দিগ আবরিয়া,
জীবপুঞ্জে দহিবে জীবনে ॥
কি করি কি হরি হয়, সবজন্তু পেয়ে ভয়,
দ্রুত পদে পলাইতে চাবে।

তুমি অগ্নি স্রোত টানি, সম্মুখেতে দিবে আনি,
বল আর কে কোথায় যাবে ॥
যদি তুমি যাও তথা, রেখো মম এই কথা,
বধোনা রে কুরঙ্গিণীগণে ।
যেন রে তারকা ফুটি, প্রিয়ার কোমল দুটি,
আঁখিতারা পরেছে যতনে ॥
আমি রব তোমা চেয়ে, তুমিরে এ সব পেয়ে,
পথে রঙ্গ করিবে বিস্তর ।
পরে যে পরের ব্যথা, বুঝে না এ জানা কথা,
তবু বলি অন্তর কাতর ॥
এ সকল পরিহরি, যাও যদি ত্বরা করি,
তবু পথে বহুক্ষণ হবে ।
সব রঙ্গে ক্ষান্ত রবে, দুঃখে এত দুঃখী হবে,
চপলে না কখন সম্ভবে ॥
কোন বৃদ্ধা হীন মতি, কিম্বা কৃষি শিশু অতি,
একা যদি পাও প্রান্তরেতে ।
দেখাইতে ভয় তারে, ঘুরিবে মণ্ডলাকারে,
ভূত ভয় তুলিবে মনেতে ॥
পাখি-ত্যক্ত পাখাগুলি, শুষ্ক পত্র ভস্ম ধূলি,
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া উঠিবে ।

স্মরি রাম রাম নাম, ধাইবে সে নিজ ধাম,
তুমি তার পশ্চাতে ধাইবে॥
নগরের পথে গেলে, পথেতে দেখিতে পেলে,
নবীন লম্পটদল যত।
চলিতেছে স্থানে স্থানে, পরিচ্ছদ অভিমানে,
দুনয়ন অর্দ্ধ অন্তর্গত॥
তুমি হে কৌতুকমতি, অমনি হে দ্রুতগতি,
উড়াবে লোহিত ধূলারাশি।
কোথায় ভূষণ বাস, নাসিকায় রুদ্ধ শ্বাস,
নয়নে বালুকা বিন্ধে আসি॥
এ কথার আলোচনে, আহা ! রে উঠিল মনে,
তোমার সে কর্ম্ম কি কঠিন।
আরবের মরু ভূমি, তার মাঝে হায় ! তুমি,
কিবা কায কর দয়াহীন॥
যত দূর চারি পাশে, মিসিয়াছে ধরাকাশে,
তত দূর বালুকা গভীর।
তরু তৃণ লতা হীনে, প্রিয় পয়স্বিনী বিনে,
কি ভীষণ অঙ্গ অবনীর॥
পদ দিলে ডুবে যায়, অন্যের অসাধ্য তায়,
উষ্ট্র বিনা করিতে গমন।

আরোহী বণিক তায়, চলিতেছে ধনাশায়,
প্রতি পদে প্রতীক্ষে মরণ ॥
কি করে জঘন্য ধনে, মরি যার উপার্জ্জনে,
প্রিয় মুখ ছাড়ে জনগণে।
নাবিকেরা পারাপারে, যোদ্ধা শত্রু অসি ধারে,
প্রাণ ছাড়ে ইহারি কারণে ॥
সেই ভীম মরু দেশ, সলিলের নাহি লেশ,
খর রৌদ্রে অগ্নি সম জ্বলে।
তার মাঝে চলে লোকে, বিষণ্ণ হইয়া শোকে,
জলপাত্র বান্ধা দোলে গলে ॥
যদিও তৃষ্ণায় মরে, ভাবী অভাবের ডরে,
তথাচ না পানে হয় মন।
অতি উপকারী যাহা, সুলভ হইলে তাহা,
হায়! গুণ কে বুঝে তখন ॥
আর না যখন পাই, অথচ একান্ত চাই,
তখন গৌরব বুঝে তার।
পূর্ব্ব অপব্যয় স্মরি, অন্তরে গুমুরে মরি,
মনে মানি সহস্র ধিক্কার ॥
কায অন্য তুলনায়, বুঝেছি রে আপনায়,
যখন ছিলাম গলে গলে।

আরোপিয়া বৃথা দোষ, কতই করেছি রোষ,
প্রিয় ভাব বুঝিবার ছলে ॥
সে মৃগ-নয়নে জল, উথলিলে ছল ছল,
তবু ছল ভাঙ্গেনি আমার।
এখন কেবল চাই, বারেক যদি রে পাই,
প্রাণ ছাড়ি মুখ চেয়ে তার ॥
যেন কর্ম্মসূত্রে আর, ছেড়ে সে সংসার-সার,
বার বার জ্বলিতে না হয়।
মরণে কে ত্রাস করে, তাহে সব ত্রাস হরে,
মৃত্যু চেয়ে যাতনার ভয় ॥
মরি তাহে নাই ক্ষতি, সেই তো চরম গতি,
এক দিন অবশ্য ঘটিবে।
মরা বাঁচা ফিরে ফিরে, সামান্য সে ক্লেশ কি রে,
বিষ জ্বালা কত কে সহিবে ?
হা বিধি ! কঠিন হিয়া, মানবে জীবন দিয়া,
সুর সম সুচারু করিবে।
কিন্তু হায় অবশেষে, লিখিবে ললাটদেশে,
কান্দিবে রে কান্দিবে কান্দিবে ॥
এই হে শোকের মূল, অতি মনোহর ফুল,
মাঝে তার কীট-বিষধর।

শুন প্রভু আশুগতি, সব দেশে তব গতি,
কোথাও দেখছ সুখী নর ?
যে যাহার প্রিয় হয়, সে তাহায় রত হয়,
দৈব তারে হত করে তায়।
করে কর্ম্ম শ্রেয়ঃজ্ঞানে, শেষে রে বাঁচে না প্রাণে,
তন্তুকীট মরে গুটীকায় ॥
দেখ সেই মরুদেশ, লঙ্ঘিয়া কতই ক্লেশ,
চলে সে সহিষ্ণু প্রাণীগণ।
আতপেতে পিপাসায়, প্রাণ যায় যাতনায়,
আশার ভাণ্ডার কিন্তু মন ॥
বহু ধন উপার্জ্জিব, দীন তায় নিবারিব,
দেশে যাব অতি কুতূহলে।
আর তাপ নাহি সবো, চির দিন সুখে রবো,
প্রিয়া-নেত্র-দৃষ্টি-ছায়াতলে ॥
ভাবিতেছে হেন মনে, সমীরণ সেইক্ষণে,
তুমি হে ছাড়িলে নাদ আসি।
স্বন্ স্বন্ বাজিল রে, শুনে প্রাণ কাঁপিল রে,
ধাইল পর্ব্বত বালুরাশি ॥
ভীমতম তমবেশ, যেন কিছু নাহি শেষ,
পলকে জগৎ পেলে নাশ।

ধরিত্রীকে আলিঙ্গিল, নয়নে কপাট দিল,
প্রিয়মুখ অন্তরে প্রকাশ ॥
হা সমীর ! হায় হায়, তারা তো এড়ালে দায়,
কভু আর যাতনা না পাবে।
যদি ভীম ঝটিকায়, বিদরে মেদিনী কায়,
আঁখি মেলে তথাপি না চাবে ॥
হাসিবেনা কান্দিবেনা, ভ্রমিবেনা ভাবিবে না,
বান্ধব-বিয়োগনাহি সবে।
কিন্তু হে তাদের বিনা, যারা অন্য গতিহীনা,
আশুগতি তাদের কি হবে ॥
কেহ বা, নবযৌবনী, মন্মথ-মোহিনী ধনী,
অতি পতিপরায়ণা তায়।
ধরা হলো বনতুল, তায় সে সুরম্য ফুল,
বিফল কি হবে হায় হায় ॥
কেহ প্রিয় সু-সন্তানে, তুষিতো প্রবোধ দানে,
পিতা তব ত্বরিত আসিবে।
যখন বুঝিয়া সার, করিবে সে হাহাকার,
সন্তানে শুধালে কি কহিবে ॥
তরুণ সুতনুধর, এক পুত্র প্রিয়তর,
গেছে কারো প্রবোধিয়া মায়।

দিন মাস বর্ষ গত, নিশ্চিৎ হয়েছে হত,
প্রতিবাসী আভাষে জানায় ॥
কি হইবে গতি তার, ত্রিসংসার অন্ধকার,
একমাত্র দীপ ছিল তায় ।
তাও নিভাইয়ে দিলে, হা সমীর কি করিলে,
অন্ধের হরিলে যষ্টিকায় ॥
অসীম শকতি ধর, পরেরে পীড়ন কর,
কিছু কি বেদনা বোধ নাই ?
পীড়ন কঠোর কর্ম্ম, শুনিলে বিদরে মর্ম্ম,
তোমার সতত কায তাই ॥
বলের প্রশংসা তথা, করুণার যোগ যথা,
দয়াহীনে যাতনা কারণ ।
লম্পট স্বভাব তব, হেন হয় অনুভব,
প্রেমী হলে হতেনা এমন ॥
দেখেছ কমল জলে, কোমলতা দলে দলে,
নিরমল রসের আধার ।
দেখেছো কাবুলালয়, পক্ক দ্রাক্ষা মধুময়,
সুবিমল প্রতিমা সুধার ॥
দেখেছো শিশির জল, করভরে ঢল ঢল,
সুকোমল নবদলোপর ।

এ হতে কোমলতর, নিরমল রসধর,
প্রেমীকের কোমল অন্তর ॥
জল কণা করছটা, কৌমুদী জলদ ঘটা,
রসময় হবে চরাচর ।
প্রেমীক হও হে তুমি, প্রীতিময় হবে তুমি,
হবে কবি মানসে মোহিত ॥
সামান্য সন্ধ্যার তারা, হেরে তব আঁখিতারা,
প্রেম জলে হবে উচ্ছলিত ।
কারুণ্যে সারল্যে সুখে, কোমল বিষাদ মুখে,
ভাবের ভাণ্ডার হবে মন ॥
যেন নব আঁখি দানে, নব শোভা কত স্থানে,
নেহারিবে ছিল যা গোপন ।
শীতল সুধীর হবে, সদা সেই ভাবে রবে,
যথা হলে হিম অবসান ।
মুখ রক্ত বিকশিয়া, নারী হৃদি রসাইয়া,
কোকিল ছাড়িলে কুহু তান ॥
সুখময়, সে সময়, কিবা হও রসময়,
সুমধুর স্বভাব সঞ্চার ।
নবীনা যুবতীগুলি, হৃদি-বাস দেয় খুলি,
আলিঙ্গন লইতে তোমার ॥

ইথে বুঝ অভিপ্রায়, কোমল হইল তায়,
লাভ কিছু হয় কি না হয়।
ফুল্ল কমলিনী জলে, মঙ্গল কুসুম স্থলে,
কিবা তব বিলাস সময় ॥
ভেবোনা না বুঝা যায়, গন্ধ সুখে লোকে হায়,
প্রণয়ের পায় হে প্রকাশ।
পিরীতি সুখের বটে, যদি না ঘোষণা রটে,
খলে যদি না পায় আভাষ ॥
ক্ষতি বড় নাহি তায়, সংসারে কি কায হায়,
সেই হৃদি যদি স্থির রয়।
ঐক্য হয়ে যার সনে, প্রাণবাদ্য প্রতিক্ষণে,
একাঘাতে একতানে রয় ॥
প্রেমে যে ঘটেনা তাই, সে জ্বালার সীমা নাই,
বিচ্ছেদ গরল কি অনল।
যা বলিবে বল তারে, তথাপি রসনা হারে,
জ্বালা তার জানাতে সকল ॥
বুঝেছে যে ঠেকিয়াছে, জ্বলিয়াছে দহিয়াছে,
ভস্ম শেষ তবু তায় তাপ।
দুই আঁখি নীর-ধর, ঢালে নীর নিরন্তর,
তবু জ্বালা যায় না কি পাপ ॥

তবু প্রেমী হতে বলি, শুন বায়ু মহাবলী,
বিচ্ছেদে করোনা ভীত মন।
হেন মূঢ় কোথা হয়, অজীর্ণে যে করে ভয়
উপাদেয় করেনা ভক্ষণ ॥
সরল প্রেমীক হয়ে, বিচ্ছেদের জ্বালা সয়ে,
এই দেখে প্রবোধিবে মন।
কমলে কণ্টক নীরে, মণি বাস ফণা শিরে,
শশি কায় মসির লিখন ॥
কোমল স্বভাব হবে, এক ভাবে সদা রবে,
মলয় কোমল নাম পাবে।
ঝটিকা বা বাত্যা ঝড়, শ্রবণে কর্কশ বড়,
সে সব দুর্নাম ঘুচে যাবে ॥
কিন্তু তব ভীম বল, উপদেশে হবে ফল,
অনুভব হয় না এমন।
পথেতে করিতে গতি, সম্ভব হে মহামতি,
পাবে ত্বরা স্বভাব আপন ॥
যদি পথে বৃষ্টি হয়, অসিত কজ্জলময়,
জলদে গগন আবরিত।
আঁধার আভার ভরে, স্থির নীর রাশি পরে,
প্রতিবিম্ব বিঘোর পতিত ॥

জীবগণ বাসে ধায়, প্রণয়ের অপেক্ষায়,
প্রকৃতির রব নাহি আর।
যদি হয় এ লক্ষিত, ছেড়ে সব হিত নীত,
দূর হতে ছাড়িবে হুঙ্কার॥
তরুশির কাঁপিল রে, পাখা ঊর্দ্ধে উড়িল রে,
গগনে ধরণী-ধূলি চড়ে।
সবলে দোলায় কায়, তরু পরে তরু কায়,
মড় মড় রবে ভেঙ্গে পড়ে॥
চারিদিক একেবারে, পূর্ণ ঘোর হুহুঙ্কারে,
যেন কত অলক্ষ দানবে।
ভাঙ্গিয়া পাতালপুর, ত্রিলোক করিতে চূর,
মাতিয়াছে ধাইয়াছে সবে॥
আন্ধারে লুকায় ধরা, চিকুক ঝলকি ত্বরা,
দেখায় কম্পিত কায় তার।
কেউ যেন বাঁচিল না, কিছু আর থাকিল না,
প্রলয় রে প্রলয় এবার॥
গভীর গভীর স্বন, ভীষণ গর্জ্জন ঘন,
আর নাই তখনি বিরাম।
গভীর গভীরতর, পুনঃ ভীমতর স্বর,
ঘোরতর আবার সংগ্রাম॥

আর পুনঃ কিছু নাই, পুনঃ কি শুনিতে পাই,
আইল রে নাশিল এবার।
অপার সাগরোপরি, বণিক সহিত তরী,
কাঁপিল রে কাঁপিল আবার॥
বিষম জলের ঝাঁক, ভীষণ অশনি ডাক,
ভীমতর গরজে পবন।
তরঙ্গে ফুলায় কায়, সাগর গগনে ধায়,
রাখো তারে প্রহারি তখন॥
করে তরি টল মল, ঝলকে ঝলকে জল,
উছলিয়া দিয়া তায় ধায়।
কখন তরঙ্গ বলে, যেন রে গগনে চলে,
পুনঃ যেন রসাতলে যায়॥
ঘন হৃদী বিদারিয়া, ত্রিসংসার জ্বালাইয়া,
জ্বলি বজ্র পলকে পড়িল।
অটল অচল পরে, ভীষণ নিনাদ করে,
শির ভেঙ্গে সাগরে ফেলিল॥
দুধারে ভেদীয়া জল, পড়ে তার মধ্যস্থল,
কণা ছুটে গগনে ঠেকিল।
জলে বাড়ে আন্দোলন, লয়ে স্বীয় জনগণ,
তরি সিন্ধু উদরে পাশিল॥

বারেক করিয়া রব,　　গেলরে গেলরে সব,
আর নাই সকলি থামিল।
জল না রহিল ভিন্ন,　　মিশিল তাদের চিহ্ন,
কিছুক্ষণ কেন ভেসেছিল ॥
সংসার হইয়ে হারা,　　বরুণ ভবনে তারা,
প্রবাল তলায় বিরাজিবে।
ধবল চন্দ্রিমা করে,　　মাথা তুলে মৃদুস্বরে,
প্রিয়জনে স্মরিয়া কান্দিবে ॥
রহে ঝড় কিছুক্ষণ,　　লুপ্ত শেষে কাল ঘন,
তুমিও ক্রমশ হলে ধীর।
লাভে হতে এই হলো, কতকগুলি জীব মলো,
ছিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অবনীর ॥
বধিয়া পরের প্রাণ,　　ক্ষণকাল ক্রীড়াবান্,
এই তো হে প্রকৃতি তোমার।
দুখ কথা জানাইতে,　　দুখিরে প্রবোধ দিতে,
অসম্ভব আশা হে আমার ॥
কি করি না ভেবে পাই, আর তো উপায় নাই,
বান্ধব বিহীনে বনে বাস।
কি করিতে কি করিবে, কি বলিতে কি বলিবে,
মনে বড় হয় এই ত্রাস ॥

আপন অদৃষ্ট ধ্যানে, মজে শোকে অভিমানে,
প্রেয়সি বিষণ্ণ হয়ে আছে।
দেখো দেখো সমীরণ, রেখো মম নিবেদন,
কৌতুক করোনা তার কাছে॥
করুণ কাতর প্রাণী, দেবতার সম জানি,
তার সনে পরিহাসে পাপ।
রেখো এই স্থিরজ্ঞান, বিভু পিতা ক্রোধ বান,
প্রাণী সন্তানেরে দিলে তাপ॥
কহিতেছি এত কথা, যাবে কিনা যাবে তথা,
কেমনে তা জানিব রে হায়।
পর উপকার কর্ম্ম, সরস কোমল ধর্ম্ম,
জানি তব মতি নাই তায়॥
পালো বটে প্রাণী প্রাণ, সে কেবল বলবান
প্রভু আজ্ঞা পালন কারণ।
বিনা লাভে বিনাজ্ঞায়, মজে শুদ্ধ করুণায়,
কোন কায করেছো কখন?
বারেক করিতে ভবে, বুঝিতাম বটে তবে,
ক্ষান্ত হতে কেমনে পারিতে।
আহত হৃদয় চয়, খুঁজিতে ভুবন ময়,
সুধার প্রলেপ তায় দিতে॥

অনাথা তরুণী বালা, প্রাণে সে পাইয়া জ্বালা,
শোকাকুলে কান্দে সে যখন।
শান্তনা করিতে তায়, যত সুখ প্রাণে পায়,
কিছুতেই দেখিনা তেমন॥
আপনার খাদ্য গুলি, পূলকি যতনে তুলি,
তুলেদিয়া ক্ষুধাতুর মুখে।
চেয়ে তার মুখ পানে, সন্তোষ সুধার পানে,
ক্ষুধাহারা হয়ে রহি সুখে॥
শীত প্রকম্পিত জনে, ঢেকে স্বীয় আবরণে,
ভেবে তার প্রিয় উষ্ণতায়।
হোক্ রে তুষার বৃষ্টি, তায় না করিব দৃষ্টি,
যাতনা না বোধ হবে তায়॥
কিন্তু তুমি সমীরণ, দেখ যদি দীন জন,
কাঁপে শীতে বস্ত্রচীর গায়।
তুষার মাখিয়া অঙ্গে, সে চীর উড়ায়ে রঙ্গে,
বিষ দন্তে দংশ আসি তায়॥
নিদাঘে পথিক চলে, খর রবি নভঃস্থলে,
দ্বিপ্রহরে রৌদ্র অগ্নি হেন।
বসি বৃক্ষ ছায়া তলে, বাতাস বাতাস বলে,
বাতাস বিনাশ গত যেন॥

অথবা তরিৎ আসি, অদৃশ্য অনল রাশি,
অঙ্গময় ঢেলে তার দিলে।
ছি ছি ইথে কিবা ফল, বারেক চক্ষের জল,
করুণার বসে না ফেলিলে॥
অতএব এইবার, কর পর উপকার,
লাভ কর সে বিমল সুখ।
এই মাত্র আছে আশ, গেলে প্রেয়সির পাশ
হেরে সে বিষণ্ণ মুগ্ধ মুখ॥
অবশ্য কোমল হবে, কে অচল রয় ভবে.
এসব হেরিলে বিদ্যমান।
রাহু শশি গ্রাসিতেছে, কীটে ফুল কাটিতেছে,
নলিনী নীহারে হল ম্লান॥
রূপসী হাস্যের ভরে, যত না মোহিত করে,
নয়নের জলে করে তত।
যে রবি কিরণ দানে, পুলকিত করে প্রাণে,
হায় সে মলিন প্রভা হত॥
অতএব দ্রুত গতি, দক্ষিণেতে কর গতি,
কিছু দূর গমনের পর।
চারিধার উচ্চতর, মাঝে তার মনোহর,
পাবে এক সরসী সুন্দর॥

অতি স্বচ্ছ স্থির নীর, যেন হায় প্রকৃতির,
সীমা বান্ধা প্রশস্ত দর্পণ।
চারিদিগে উপবন, পীক ডাকে অনুক্ষণ,
মাঝে রক্ত কোমল কানন॥
ভ্রমর ঝঙ্কার করে, রাজ হংস মালা চরে,
বক্র গ্রীবা অতি শুভ্র কায়।
কণ্ঠমগ্না নগ্না নারী, স্নান করে সারি সারি,
স্বচ্ছজলে সকলি দেখায়॥
মৃণাল চরণে ভর, মুখ পদ্ম মনোহর,
কেশ জাল শৈবাল মণ্ডলী।
আরো দৃশ্য সুখকরি, মানসের মোহকরি,
জলে ডুবে দুটী দুটী কলি॥
যদি শ্রান্তি বোধ হয়, হে সমীর মহাশয়,
বসি সে সরসী সন্নিধান।
অতি সুশীতল হয়ে, কমলের ঘ্রাণলয়ে,
ত্বরা পুন করিবে প্রস্থান॥
তথাহতে পূর্ব্ব মুখে, কিছু দূর যাবে সুখে,
কতগুলি দেখিবে ভবন।
অতিশয় উচ্চ নয়, অতি শুভ্র আভাময়,
সারি সারি সুন্দর গঠন॥

ভ্রান্তি তব হয় পাছে, দ্বারে তার লেখা আছে,
দুটী পরি সুন্দর সুবেশ।
যদি রুদ্ধ থাকে দ্বার, গবাক্ষের পথে তার,
সে আলয়ে করিবে প্রবেশ॥
কারে ভাবি মম প্রিয়া, ভ্রমে সম্ভাশিবে গিয়া,
অতএব শুন সমীরণ।
হয়োনাহে বিস্মরণ, শুন শুন দিয়া মন,
বলি তার শরীর লক্ষণ॥
মুগ্ধ মুখী যথোচিত, গণ্ড দুটী কিছু স্ফীত,
অণ্ডাকার আনন গঠন।
নিত্বক চণকোপম, বর্ণঅতি মনোরম,
ওষ্টাধরে সুন্দর মিলন॥
নয়ন বিলুপ অতি, অতি নিরমল জ্যোতী,
কিন্তু নয় পূর্ণ বিকশিত।
যেন অল্প তন্দ্রা দোষে, অর্দ্ধেক আপন কোষে,
রেখেছে বিরামে আবরিত॥
রক্তিম নাসাগ্র পরে, ঘর্ম্ম মুক্তা শোভাকরে,
শশি খণ্ড ললাট উজ্বল।
মসি বিন্দু তার মাঝে, কলঙ্ক সমান সাজে,
কাল কেশ কুঞ্চিত কোমল॥

সবে অলঙ্কার তার, কণ্ঠ দেশে আছে হার,
নাসাগ্রে একটী মুক্তা ফল।
অধর লোহিত রাগে, রঞ্জিত সে অধোভাগে,
সজীব সমাম সচঞ্চল ॥
এরূপ দেখিবে যারে, সম্ভাষণা করো তারে,
অতি ধীর হইবে আপনি।
বদনের প্রতি চেয়ে, আগে এই বলো যেয়ে,
"কুশলে তো আছো চন্দ্রাননী ?"
ইহার উত্তর পেয়ে, বলো হে শ্রীপুরে যেয়ে
একজন সহ দেখা ছিল।
অতি ম্লান শীর্ণ কায়, দগ্ধ দারু দণ্ড প্রায়,
তোমায় সে বলিতে বলিল ॥
দীর্ঘ শ্বাস পরিহরি, অতি দীন ভাব ধরি,
বলিলো হে এই কথা বলো।
(বহিল চক্ষেতে জল, রোধ হলো কণ্ঠ স্থল,)
তব অনুগত জন মলো ॥
মারে না ও বলো নারে, সে প্রাণে তো সবে নারে,
কুসুমে করোনা বজ্রাঘাত।
বলো হে প্রবোধ দানে, আসিবে সে এইখানে,
কাল বর্ষা হইলে নিপাত ॥

শুক যেন পিঞ্জরেতে, সিংহ যেন গহ্বরেতে,
যত কান্দে যত ব্যাথা পায়।
সেইরূপ দশা তার, দৃঢ় জাল ঘটনার,
দৃঢ় বেন্ধে রেখেছে রে তায়॥
বলো সখা সমীরণ, যথা নাই লোক জন,
সেইখানে সদা আসি যাই।
করদিয়া কপোলেতে, ভাবি বসি বিরলেতে,
প্রিয়ার সাক্ষাত্ লাভ পাই॥
কমল আনন পরে, ভ্রমরিকা খেলাকরে,
নীরব সে মানিনীর প্রায়।
বাহু পসারিয়া যাই, হৃদয়ে ধরিতে চাই,
মায়াময়ী তখনি লুকায়॥
বলো সে বিদীর্ণ হিয়া, ফিরে ফিরে দেখাদিয়া,
আর কেন জ্বালা দেও তায়।
মেঘময় নভস্থলি, উহুরে বিজুলি জ্বলি
তিমিরের গরিমা বাড়ায়॥
হলে সন্ধ্যা আগমন, ফুটিলে কুমুদ বন,
ক্রমে ধরা হইলে ধূসর!
বলোহে সমীর ধীর, বসি তটিনীর তীর,
শুনিছে দূরের গীত স্বর॥

আপন অদৃষ্ট ভাবি, গত স্থিত আর ভাবি,
কি হলো কি হবে বা ঘটন।
বারেক আকাশে চেয়ে, কারুনা নিকটে পেয়ে,
স্রোতে করি অশ্রু বিসর্জন ॥
ক্রমে রাত্রি সুগভীর, আভা ফুটে কৌমুদীর,
বসি আসি গবাক্ষ উপর।
দেখি বন শুভ্রময়, দূরে সব দৃষ্ট হয়,
মন্দিরের চূড়া শোভা কর ॥
হিল্লোলে তরঙ্গ যেন, কথা মনে উঠে হেন,
কি ছিলেম কি হলেম হায়।
কোথায় সে প্রফুল্লতা, সে চাপল্য সে ব্যগ্রতা,
দীন হীন এদশা কোথায় ॥
এইরূপ ধ্যান করি, প্রায় রাত্রি শেষ করি,
গতি করি পরে শয্যা পর।
আরো তায় ব্যাথা পাই, হায় সরোজিনী নাই,
শোভা শূন্য শয্যা সরোবর ॥
দেহভার বিস্তারিয়া, নয়নে কপাট দিয়া,
গত কথা কত ভাবি মনে।
যত সুখ লভিয়াছি, যত কটু কহিয়াছি,
প্রাণ ফাটে সে সব স্মরণে ॥

বলো বায়ু মহামতি, এত মায়া তার প্রতি,
এত ভালো বাসি আমি তারে।
আগে নাহি জানিতাম, মনে এই ভাবিতাম,
ভালো বাসি সামান্য প্রকারে॥
যদি তারে হের ম্লান, করিবে প্রবোধ দান,
ছি ছি হেন ক্ষতি কেবা করে।
রূপ রত্ন মূল্যবান, বিধি করেছেন দান,
হারায়োনা শোকের সাগরে॥
এই সব তারে বলো, যাওহে বিলম্ব হলো,
অধিক কহিব কত আর।
এসব তাহারে বলি, এসো হেথা মহাবলী,
বলে যেও তার সমাচার॥
তথা না করিয়া গতি, প্রবঞ্চিলে মহামতি,
রবেনা সে হইবে বিদিত।
প্রেয়াসনে কথা কয়ে, সে মুখ সৌরভ লয়ে,
এসো ত্বরা প্রমাণ সহিত॥

সুখ সন্ধান।

১

হেরেছি বকুল তরু, দুকুলের তীরে,
দেখেছি মুকুল কত তার;
নিদাঘ সন্ধ্যার কালে, দুলিতে সমীরে,
নাই তায় সুখ রে আমার।

২

ভ্রমিয়াছি মঞ্জু কুঞ্জে, কুসুম কাননে,
বসি গিয়া শ্রীফলের মূলে;
হেরিয়াছি, সন্ধ্যা ছটা, রক্তিম গগনে,
মলিনা নলিনী সরঃকুলে।

৩

হেরেছি গগন যবে, জলদ আগার,
নানা অপরূপ পয়োধর;
ভাসে তায় অবিরল, বিচিত্র আকার,
যবে তায় শোভিত অম্বর।

৪

দেখিয়াছি বিজলির, খেলা মনোহর,
অন্ধকারে নীরব নিশায় ;
এসব দেখিয়া তবু, মজেনা অন্তর,
কেন নাহি সুখ রে আমার।

৫

ঘনভেদী গিরিচূড়, তুষারে ধবল,
ভাঙ্গিয়া কান্দিয়া পড়ে তায় ;
তিমির বরণ কায়, যবে, ঘন দল,
হাসে সৌদামিনী দেখি যায়।

৬

এসব ব্যাপার ভাল, দেখেছে নয়ন,
সুখ আশে ভ্রমিয়া অচল ;
এতে ও জানেনা মন, সুখ যে কেমন,
সুখ শূন্য বুঝি ধরাতল।

৭

গিরির নির্ঝরে বারি, ঝরে যবে হায়,
নবোদিত প্রভাকর তায় ;
সোণার বরণ প্রায়, কিরণ মাখায়,
মনে নাহি ধরে সে শোভায়।

৮

অচল গহ্বরে যথা, সিংহী শিশু লয়ে,
স্নেহদৃষ্টি করে শিশু পানে ;
গিয়েছি সেথায় আমি, সুখের আশয়ে,
কিন্তু নাহি সুখ সেইখানে।

৯

হেরেছি বসন্ত কালে, হরিত কানন,
শুনিয়াছি কোকিল কূজন ;
পাখী ভরা শাখীদল, দেখেছে নয়ন,
তাতেই বা কি সুখ এমন।

১০

দেখিয়াছি কত রঙ্গে, স্বভাব সরলা,
করে রে কুসুম কভু কোলে ;
কভু ফেলে তারে দূরে, নাচায় বিমলা,
কভু মধু মাখা মধু বোলে।

১১

দেখিয়াছি সন্ধ্যানভঃ, প্রকৃতির শোভা,
তটিনীর তরঙ্গ তরল ;
দেখেছি প্রদোষ শোভা, জন মন লোভা,
কাঞ্চনের কান্তি ঢল ঢল।

১২

হেরেছি প্রদোষ তারা, বিমল বিভায়,
যেন দেব চক্ষু উন্মিলন ;
বিধুর বিলাস লীলা, নভ নিলীমায়,
কতবার হেরেছে নয়ন।

১৩

ঘোর বন মাঝে, সুনিপুণ দিনকর,
ফেলি নিজ ছিদ্রেকর কর ;
বিটপির অঙ্গে রাখি, হীরক নিকর,
গাথে কিবা মালা মনোহর।

১৪

মোহন বরণ সেই, নীলিম গগন,
সরোজল হিল্লোল নর্ত্তন ;
দিন কর কর জালে, শোভিত ভুবন,
এ সকলি দেখেছে নয়ন।

১৫

কিন্তু কিছু নহে মোর, সুখের কারণ,
সুখ আশে দেখিনু সকল ;
এতেও জানেনা মন, সুখ যে কেমন,
সুখ শূন্য বুঝি ধরাতল।

১৬

দুলিল মলয় বাতে, চারু কমলিনী,
অলি তায় বসিতে না পায় ;
সিমুলে আগুণ ভাবি, দুখেতে তখনি.
গেল অলি পুড়িতে তাহায়।

১৭

ডুবেগেল সুখ তারা, নিশা অবসান.
হেসে এল উষা ধীরে ধীরে ;
মনো দুখে কুমুদিনী, মলিন বয়ান,
লুকাইল সরসির নীরে।

১৮

সন্নিহিত পরস্পর গোলাপ যুগল।
গোলাপী বরণ মুখ করে ঢল ঢল॥
মন্দ বাতে দুলে গেল তনু তাহাদের।
দোঁহে মিলি জানাইল পুলক প্রেমের॥
প্রেমভরে তাহাদের মজেছে অন্তর।
করিল চুম্বন তারা দোঁহে পরস্পর॥

১৯

সরোবরে চলে জল তরে তরে তরে।
তীরে তার বেলফুল ক্ষুদ্র তরু পরে॥

শ্বেত কায় ফুলগুলি সাজান পাতায়।
বসে আছে হাস্য আস্যে তরুর শাখায় ॥
আনি নীর সরসির রসিক সমীর।
জল সিঞ্চে সবা-গায় শিক্ষা প্রকৃতির ॥

২০

সমীর হিল্লোলে হায়, আসিল ছুটিয়া
কোন ফুল অন্য ফুল পাশে
অনুমানি দুটী ফুল, প্রণয় পাতিয়া,
মজিয়াছে প্রেমের উল্লাসে।

২১

সোণার বরণ লতা, সুকোমল কায়,
ফুল কুলে অঙ্গ সুশোভিত ;
করে ছিল তরুবর, সেই লতা হায়,
দৃঢ়করে হৃদয়ে স্থাপিত।

২২

কোমল লতিকা কিন্তু, সহিবে কেমনে,
তরুস্পর্শ কঠিন বেদন ;
পড়ে গেল ধরাতলে, অসহ্য বেদনে,
ছিঁড়ে গেল কুসুম শোভন।

২৩

তারার সভায় বসি, হাসে শশধর,
হাসি দেখে হাসিছে অবনী ;
ধীরে ধীরে উড়ে এল, নীল নীর ধর
ঢাকা গেল সকলি অমনি ।

২৪

এসব ব্যাপার ভাল, দেখিল নয়ন,
সুখ আশে দেখিনু সকল ;
এতেও জানেনা মন, সুখ যে কেমন,
সুখ শূন্য বুঝি ধরাতল ।

২৫

নিশি শেষে শুভ্র বাস, পরিয়া উষায়
ফুলদলে পুরিয়া অঞ্জলী ,
আসে যবে পূজিবারে, রবি কান্তিমায়
লুপ্ত যবে শশি, তারা বলী ।

২৬

চক্রবাক চক্রবাকী দোঁহে পরস্পর,
বিরহেতে জ্বলিয়া নিশায় ;
উষার প্রসাদে তবে, হেরি রবি কর,
মনোসুখে মিলিত দোঁহায় ।

২৭

দেখিয়াছি তাহাদের, সুখের মিলন,
প্রণয়ের সুখ আলিঙ্গন ;
উভে চায় উভপানে, বান্ধব দুজন,
এসকলি দেখেছে নয়ন।

২৮

দেখেছি মরাল কুল, সরোবর নীরে,
ঢল ঢল হেলাইয়ে অঙ্গ ,
সাঁতার কাটিয়া যায়, ধীরে ধীরে ধীরে,
সবে মেলি করে নানা রঙ্গ।

২৯

এসব ব্যাপার ভাল, দেখেছে নয়ন,
সুখ আশে দেখেছি সকল ;
এতেও জানে না মন, সুখ যে কেমন,
সুখ শূন্য বুঝি ধরাতল।

৩০

হায় রে তবেকি সুখ শূন্য ধরাতল।
সুখ আশে ভ্রমিলাম সব ভূমণ্ডল ॥
শুনে ছিনু স্বভাবের মোহন শোভায়।
হরে তাপ তোষে প্রাণ মানস ভুলায় ॥

পয়োদে পবনশ্বাসে গিরির গহ্বরে।
সরসি সমুদ্র তলে পর্ব্বত শিখরে॥
কানন কুসুম চয়ে নবদুর্ব্বাদলে।
নবরবি কান্তিময় সোণার আকাশে॥
মেঘের আড়ালে শশি আকাশ মণ্ডলে॥
সমুজ্জ্বলতারাবলী পূর্ণ শশি পাশে॥
(মৃগশিরা অনুরাধা ভরণী অশ্বিনী।
আদ্রা সাতি মঘা মূলা কীর্ত্তিকা রোহিণী॥)
সমস্ত নক্ষত্র দলে, দেখিনু খুঁজিয়া।
স্বভাব শোভায় আমি দেখিনু খুঁজিয়া॥
যদি কিছু সুখ থাকে রে তাহায়।
কই সুখ কিছু নাহি স্বভায় শোভায়॥
তবে যদি কিছু সুখ বলরে তাহায়।
কতক্ষণ তোষে প্রাণ সেই সুখ হায়॥
একবার দেখিলাম নয়নে যাহায়।
পরবারে পুরাতন বোধ হয় তায়॥
শোভাহীন সমুদয় মিটিলে বাসনা।
আর তায় দেখিবারে মানস ধায়না॥

৩১

মানব সমাজে যাই যাই এই বারে।

দেখিগে আছে কি সুখ আছে কি সংসারে।
নাদের দিম্ নাদের দিম্ তোম্ তানা না না।
বেহাগ বাহার তোড়ি খাম্বাজ সাহানা॥
নানা রাগ নানা রূপে ভাসিছে সমীরে।
মিশিছে গগনে গীত ধীরে ধীরে ধীরে॥
তাতাকেটে ধাধাকেটে বাজিছে মৃদঙ্গ।
সুর পুরা তান পুরা করিতেছে রঙ্গ॥
ডারা ডারা ডারা ডারা বাজিছে সেতার।
সঙ্গীত তরঙ্গ সনে চলে রঙ্গ তার॥
এমনি সঙ্গীত রঙ্গে মত্তকয় জনে।
দেখিলাম কোন স্থানে প্রমোদ কাননে॥
গেলেম সেথায় আমি সুখের আশায়।
দ্বিগুণ দুখিত কিন্তু হৃদয় তাহায়॥
শুনি যবে সে কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত।
দেখিযবে গায়কের করের ইঙ্গীত॥
মনে পড়ে দুষ্টকাল রয়েছে অন্তরে।
আসিয়া নাশিবে তায় সুকণ্ঠ সুস্বরে॥
যে কণ্ঠে মধুর গীত বাহিরায় এবে।
কাল ক্রমে লুপ্ত হবে দেখ যদি ভেবে॥
সঙ্গীত সুধার রসে ভাসে যবে মন।

মনে হয় এসকলি দুখের কারণ ॥
এমন কণ্ঠের রব কোথায় রহিবে।
মৃদঙ্গ মধুর তালে কোথাবা বাজিবে ॥
সেতার বাজায়ে বল কে আর মজাবে।
কালের করাল গ্রাসে সকলি মিশাবে ॥
তবে রে সঙ্গীত নহে সুখের কারণ।
ও সুখেতে আছে দেখ দুখ উদাহরণ ॥
মৃণাল কণ্টক যুত শশি কলঙ্কিত।
সঙ্গীত সুখের বর দুখেতে পূরিত ॥

৩২

শুনিয়াছি সুরা নাম খ্যাত চরাচর।
অমীয় সমান দ্রব্য বলে যারে নর ॥
শুনিয়াছি সেই সুরা যেই করে পান।
অতুল সুখেতে তার ভাসে মন প্রাণ ॥
মানসে সৃজিয়া রাজ্য হয় রাজ্যেশ্বর।
কুটীর ভাঙ্গিয়া বসে প্রাসাদ উপর ॥
মানসে গড়িয়া চাঁদ দেখে শোভাতার।
শত রবি প্রকাশিত হৃদয়ে তাহার ॥
গগন হইতে পাড়ি দীপ্ত তারাচয়।
গাথি মালা পরেগলে খুলিয়া হৃদয় ॥

আঁধারে আলোক দেখে গুহাসমতল।
একরূপ জ্ঞান হয় গগন ভূতল ॥
এমন সুখের নিধি সুরা নাম তার।
শুনেছে অমৃত সম আস্বাদ তাহার ॥
মনে হলো কেমন সে সুরা দেখি গিয়া।
কিসুখ রাখিলা বিধি তাহাতে থুইয়া ॥
কোন সুখে নরগণ প্রমত্ত সুরায়।
কি অমৃত ধরে সুরা বুঝিব তাহায় ॥
এক পাত্র সুরা আগে করিলাম পান।
মনে হলো দেখা যাক সুখের সন্ধান ॥
কেমনে মানসে হয় রবি প্রকাশিত।
গোলাকার ভূমণ্ডল কেমনে ঘূর্ণিত ॥
পুনশ্চ দ্বিতীয় পাত্র করিলাম পান।
তবু নাহি কিছু পাই সুখের সন্ধান ॥
করিনু তৃতীয় পাত্রে পান সমাধান।
আকুল হইল মন ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
আঁধারে ঘুরিল ধরা মানস চঞ্চল।
ভাবের তরঙ্গে হলো মানস বিকল ॥
সুগভীর ভাব নীরে ভেসেগেল মন।
হতাশ আঁধারে হায় ঢাকিল নয়ন ॥

মনে হলো শূন্যময় বৃথা এসংসার।
এভুবন দুখাগার সকলি অসার॥
এইতো সুরায় মত্ত হয়েছি এখন।
তবুও দুখের জলে ভাসে দুনয়ন॥
বৃথা দিন গেল দেখ প্রমত্ত সুরায়।
এমনি আমোদ বল কতক্ষণ হায়॥
মোহিত সামান্য সুখে মানব সন্তান।
প্রকৃত সুখের তারা করে না সন্ধান॥

৩৩

সঙ্গীত সুখের বটে, দুখেতে পুরিত,
আছে দুখ মোহন সুরায়।
সময়ে স্বভাব-শোভা, গরল-মিশ্রিত,
নিত্য সুখ বলরে কোথায়॥

৩৪

আছে কি সে সুখ, বল প্রাসাদ ভিতরে,
মুদ্রা রাশি নিহিত যথায়।
কিম্বা রমণীর মুখে, রক্তিম অধরে,
নিত্য সুখ বলরে কোথায়॥

৩৫

আ! এইতো পাইয়াছি সুখের সন্ধান।
কে বলেরে সুখ শূন্য মানব সন্তান॥

আর নহে সুখশূন্য এই ধরাতল।
এবার পেয়েছি সুখ খুঁজিয়া ভূতল ॥
অনিত্য ব্যাপারে কভু সুখের উদয়।
হয় নাই ধরাতলে জেনোরে নিশ্চয় ॥

৩৬

নিত্য সুখে মজাইতে চাও যদি মন,
বাঞ্ছ যদি ভাসিবারে সুখের সাগরে,
ভুঞ্জিতে প্রকৃত সুখ ইচ্ছ যদি মনে,
এস তবে, বলি শুন সুখের সন্ধান,—
ছাড়িয়া সংসার মায়া ভুলিয়া সকলে,
সাধ এক মনে সেই সত্য সনাতনে,
নিত্য নিরঞ্জন সেই, পরম কারণ,
চেতন সমষ্টি যেই, পুরুষ অনাদি।
অজর অমর দেহ হবেরে তোমার,
কাল ভয় নাহি রবে, সবে ভয় পাবে,
মায়ার সোণার ডোর যাবেরে টুটিয়া,
সুখের সমাধি ভরে স্থির যোগাসনে,
পাবে সে অমূল্য ধনে শুদ্ধ সুখ ময়,
শান্তির নিলয় সেই অনাদি নিদান,
শত বজ্র হয় পাত, যদি মিশে যায়,

নভ ধরা একাকারে সাগর-সলিলে,
আখি মিলে নাহি চাবে মজিয়া রহিবে,
সে সুখ সমাধি তব ভাঙ্গিবে না আর।

কোন এক বিগতযৌবনা রমণীর খেদ।

১
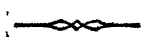
নির্দ্দয় যৌবন রে

আর কি তোমার দেখা পাবনা কখন রে,
তুমি হবে অগ্রগামী, অগ্রেতা জানিনা আমি,
অগ্রসর করিস্তাম অসার জীবন রে,
মধু গন্ধ হীন ফুলে, কোন প্রয়োজন রে।

২

নির্দ্দয় যৌবন রে

চপল তোমার সম কে আর এখন রে,
বিনা আহ্বানে এলে, বিনা অপরাধে গেলে,
সেও ভাল ছিল নাহি আসিতে কখন রে,
অথবা যাইতে যদি আসিলে শমন রে।

৩

নির্দ্দয় যৌবন রে

কি সুখের ছিল ধরা কি হলো এখন রে,
কোথা আর সে যতন, সমাদর সম্ভাষণ,
কোথায় সে স্তুতি গীত শ্রবণ তোষণ রে,
ভালই দেখালে ভালো ভাঙ্গিলে স্বপন রে।

৪

নির্দ্দয় যৌবন রে

রমণীর হৃদি শূল কি আর এমন রে,
তুমি হে দেখেছো যায়, কান্দিত ধরিয়া পায়,
পায় ধরি তায় কথা কয়না এখন,
হা বিধি যৌবন গেল গেলনা জীবন রে।

৫

নির্দ্দয় যৌবন রে

সন্তরিত সাগর যে দেখিতে বদন রে,
লজ্জা সিন্ধু হয়ে পার, বদন দেখিতে তার,
কাছে যাই প্রাণ হয় কাতর যখন রে,
সে কিনা ফিরায় দেখে বদন এখন রে।

৬

নির্দ্দয় যৌবন রে

ক্রীতদাস তুমি যারে দেখেছো তখন রে,

কহিত "কিঙ্কর তব, ছায়া হয়ে সঙ্গে রব,
রবে যতদিন এই শরীরে জীবন রে, "
তুমি গেলে আর তার নাহি দরশন রে ॥

৭

নির্দ্দয় যৌবন রে

স্মরিয়া অবলা নাম হেসেছি তখন রে
বিভব বিক্রম ধর, যখন রে নরবর,
কাতরে কান্দিত কত ধরিয়া চরণ রে,
হায় সে নামের মর্ম্ম বুঝেছি এখন রে ॥

৮

নির্দ্দয় যৌবন রে

কৃষা ক্ষীণা রস হীনা বালিকা যখন রে,
অঙ্গেতে মাখিয়া ধূলী, লইয়া পুতলি গুলি,
সঙ্গিনী সহিত মিলি খেলেছি তখন রে,
কি খেলা নতুনে মন মজালে যৌবন রে।

৯

নির্দ্দয় যৌবন রে

কাম কেলী রাগরস বিচ্ছেদ মিলন রে,
কিছুই না জানিতাম, খাইতাম খেলিতাম,
নিদ্রা পেলে করিতাম তখনি শয়ন রে,
শয়ন রহস্য রস কেজানে তখন রে।

১০

নির্দ্দয় যৌবন রে

নব বিবাহিতা বধূ বালিকা যখন রে,
দিন হতো অবসান আমার কাঁপিত প্রাণ,
নিশা নিশাচরী ছিল রমণ শমন রে,
বঞ্চিতা রমণ রসে কেচায় রমণ রে।

১১

নির্দ্দয় যৌবন রে

ক্রমে অলক্ষিতে হলো তব আগমন রে,
হৃদয় নিতম্ব ভারি, দ্রুত না চলিতে পারি,
কি লোল লালসা লীলা শিথিল লোচন রে,
বাসনা কেবল দেখি আদর্শে আনন রে।

১২

নির্দ্দয় যৌবন রে

অন্তর বাহিরে হলো কি পরিবর্ত্তন রে,
অজানিত ভাব ভরে, হৃদয় কেমন করে,
ভাল নাহি লাগে আর খেলা পুরাতন রে,
শরীরে মাধুরী প্রাণে রসের প্লাবন রে।

১৩

নির্দ্দয় যৌবন রে

প্রজাপতি যুবতীর জনম নূতন রে,

ম্লান অঙ্গ আভাময়, আর না ধূলায় রয়,
নব রাগে নব শোভা ধরেছে এখন রে,
শিশুরূপী পুরুষের ধরিতে যতন রে।

১৪
নির্দ্দয় যৌবন রে

যুবতীর গুরু তুমি শিক্ষার কারণ রে,
খুলে প্রেম অভিধান, কামকান্ত শব্দজ্ঞান,
নব রসে বুঝালে যা নাজানি কখন রে,
রসবতী খ্যাতি হলো যুড়িয়া ভুবন রে।

১৫
নির্দ্দয় যৌবন রে

কামিনীর কিবা কায অন্য অধ্যয়নে রে,
নয়ন দর্শন ভরে, ন্যায়াদি দর্শন হরে,
অলঙ্কার ক্রটী যার নাহয় কখন রে,
মনোহর কাব্য যার মুখের রচন রে।

১৬
নির্দ্দয় যৌবন রে

আয়ু কাল বর্ষে তুমি বসন্ত যেমন রে,
সৌন্দর্য্য সাগর প্রায়, তুমি শশধর তায়,
পুরুষ হৃদয় লৌহ চুম্বক রতন রে,
কি তুমি দামিনী বর্ষা কামিনী জীবন রে।

কতগুলি শিষ্যের গুরুভক্তি উপহার।

১

হয় নাই যবে রবি গগনে প্রকাশ।
শশি তারা শূন্য ছিল ভুবন আকাশ॥
জলদ গভীর ধ্বনি বাজেনি গগনে।
জল স্থল বায়ু কিছু নাছিল ভুবনে॥

২

ধরাধাম নাম যবে ধরেনি ধরায়।
জীব সৃষ্ট হয় নাই যখন হেথায়॥
বিঘোর তামস রাশি ছিলরে কেবল।
তখন হইতে কাল তুমি রে প্রবল॥

৩

সৃষ্ট নষ্ট ভুমণ্ডল তোমারই বলে।
হাসাও কাঁদাও কাল তুমি গো সকলে॥
তোমার বিপাকে কাল পড়িনু আমরা।
কান্দালে, বহালে আজি নয়নের ধারা॥

৪

জননার পুত্র শোক কালে নিবারণ।
কালে ভোলে কুল বালা বিরহ বেদন॥

বঁধুর বিরহ তাপ পারি গো ভুলিতে।
এদীর্ঘ বিচ্ছেদ গুরো! পারিনা সহিতে॥

৫

দিবানাথে গ্রহদল করিয়া আশ্রয়।
নিয়ম অধীনে যথা ফেরে পৃথ্বীময়॥
তেমনি তোমারে গুরো করিয়া আশ্রয়।
ছিলাম আনন্দে মোরা হাসিত হৃদয়॥

৬

হায়রে অশনি শিরে পড়িল এখন।
জ্বলিল হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত দহন॥
গুরুর বিরহ বার্ত্তা পোড়ালে অন্তরে।
তোমার অন্তরে গুরো মরিব অন্তরে॥

৭

"কিছু দিন ছাত্রদল যাইব ভ্রমণে।"
একথা গুরুর মুখে শুনিব কেমনে॥
হায়রে হতাম যদি বধির শ্রবণে।
না ভাঙ্গিত হৃদিদ্বার এবার্ত্তা পবনে॥

৮

অজ্ঞান তিমির জাল করিয়া উদ্ধার।
ফুটাইলে জ্ঞান চক্ষু তুমি জ্ঞানাধার॥

দেখালে বিধির সৃষ্টি রচনা কৌশল ।
বুঝালে কেমনে সৃষ্ট মানবের দল ॥

৯

বিজ্ঞান বিবেক বুদ্ধি করিয়া প্রদান ।
দেখালে মানব দল পুতলি সমান ॥
এখন কোথায় গুরু চলিলে ছাড়িয়া ।
ভাসায়ে অকুল জলে, মরিগো ডুবিয়া ।

১০

পরীক্ষার কালে গুরো ছাড়িয়া চলিলে
তটিনী মাঝারে আনি তরি ডুবাইলে ॥
গুরু জ্ঞান কর্ণধার আছয়ে প্রমাণ ।
সেকর্ণ ছাড়িয়া তুমি করিলে প্রস্থান ॥

১১

মনোপুরে জ্ঞান সুধা পিব ছিল মনে ।
সে আশ ভাঙ্গিল হায় বিধির ঘটনে ॥
চকোরের সুধা পান না হতে পূরণ ।
ঢাকি দিল ঘন রাশি বিধুর বদন ॥

১২

তৃষ্ণাতুরে সল্প জল করিলে প্রদান ।
বাড়ে তার জলতৃষ্ণা দ্বিগুণ প্রমাণ ॥

অল্প জ্ঞান দিয়া তুমি চলিলে ছাড়িয়া।
জ্ঞানের পিপাসা স্থধু দিলে বাড়াইয়া॥

১৩

এ পিপাসা কে মিটাবে তুমি বিনা আর।
পুন যেন দেখা গুরো পাইগো তোমার॥
ভুলনা ভুলনা তুমি অজ্ঞ শিষ্য দলে।
যে কিছু পেয়েছি জ্ঞান তোমারই বলে॥

১৪

গিরির কন্দরে নদী জন্মিলরে হায়।
অমনি মিসিতে যায় সাগর বেলায়॥
আপন তরঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া।
সাগর উদ্দেশে ভ্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া॥

১৫

বিশাল পর্ব্বত দল অতিক্রমি যায়।
তটিনী সাগর কোথা খুঁজিয়া বেড়ায়॥
জ্ঞানের সাগর গুরু তুমিগো হেথায়।
আপনি মানস নদী অনিবার ধায়॥

১৬

তোমাতে মিসিতে চায় নাজানি কারণ।
মানস ছুটীয়া যায় কেনরে এমন॥

ছেড়োনা ছেড়োনা গুরো রহ কিছুদিন।
এখনি কি আমাদের এমনি দুর্দ্দিন॥

১৭

এখনো পরীক্ষা কাল নহে উপনীত।
নিঠুর হৃদয়ে যাবে ছাড়িয়া ত্বরিত॥
শুনিব জ্ঞানের বাক্য তোমার বদনে।
এখনো এ আশ ছিল সবারই মনে॥

১৮

কিন্তু হায় না ফুরাতে বসন্ত পবন।
বদ্ধ কি কোকিল কণ্ঠে মধুর কূজন?
না যাইতে বরিষার ঘন বরিষণ।
শুকাইল সরোবর নাজানি কেমন॥

১৯

পরীক্ষার অন্তে নমি গুরুর চরণে।
লইব বিদায়, পূজি বিনতি বন্দনে॥
বহুদিন এই আশা ছিল আমাদের।
কিন্তু হায় না পুরিল সে সাধ মনের॥

২০

ভাসিব নয়ন জলে যাইবে চলিয়া।
কান্দিবে গুমুরি হৃদি থাকিয়া থাকিয়া॥

থাকিত কৌশল যদি দেখাতে অন্তর।
দেখাতাম আজি তবে তোমার গোচর॥

২১

অজ্ঞছাত্র দল মোরা যতনে গাথিয়া।
অর্পিনু এ ভক্তি মালা চরণ ধরিয়া॥
ফেলোনা দলিয়া গুরো ফেলোনা দলিয়া।
হৃদয় নিলয় হায় উঠিছে জ্বলিয়া॥

উন্মাদিনীর প্রলাপ।

(সরসীতীরে)

"হা হা হা এইতো নাথ সরসীর তীরে
কতরঙ্গ কর রসময়
ভাল বেসে শেষে তার এই দশা কিরে
ওলো সই এই যে হেথায়।

উহু কি বাঁশরি ধ্বনি কিবা মধুর রে
ওই গুণে বেঁধেছেরে পায়
সোহাগী ভ্রমরী আমি তুমি কোকনদরে
সই যেন আর না পালায়।

চল গিয়ে ধরি পায় কেমনে পলায়
কেশ গুচ্ছে চরণ জড়াব
লতা হয়ে পড়ে রব চরণ তলায়
নাথের তো নহে রে এভাব।

রাজার মেয়েগো ওমা আমি উন্মাদিনী ?
ওই বুঝি ভাঙ্গিল আকাশ
এখনি পড়িবে শিরে চল অভাগিনী
চল যাই নাথের সকাশ।

গগনে ঘর্ঘর রব বুঝি রথে এল
নাথ প্রেয়সীরে দেখিবারে
আয় রে বিনাই বেণী সই বেলা গেল
ওই নাথ দূরে আঁখি ঠেরে।

আজ নাথ এলে রব রাগে অভিমানে
সাধিবে ধরিয়া কত পায়
কিছুই না কব কথা রব একস্থানে
চরণে ঠেলিয়া দিব তায়।

আ! নাথেরি কি তাই দাসী কি কখন রে
মরমে সরম নাই তার?

কঠিন কি তার প্রাণ ? ধিক্ যৌবন রে
ক্ষম নাথ দাসী এ তোমার।

চল্ উড়ে মেঘ রাশি চল্ সবে চল্
আমিও তোদের সাথে উড়ি
ত্রিদিবেতে আছে নাথ ছাড়িয়া ভূতল
চল্ উড়ে যাই ত্বরা করি !

উহুকি কঠিন হিয়া পাষাণ তোর রে
অনায়াসে দিলিরে বেদন
এ যে অনাথিনী, তার প্রতি কঠোর রে
কত সবে রমণী রতন।

হা বিধি চরণে ধরি আয় রে এখানে
একবার নারী হয়ে আয়
দেখে যারে কত জ্বালা রমণীর প্রাণে
দেখে যারে হেথা অনাথায়।

দেখ্ দেখ্ উর্ধে গেল অবনীর জল
অম্বুময় গগন মণ্ডল
হায় ! কমলিনী তোর কি কপাল বল
জুড়াবিরে হৃদয় অনল।

অন্তর না হবে আর সদা একস্থানে
দুজনায় রব্বি গলে গলে
অনাথিনী এ অবলা রহিল এখানে।
একাকিনী কান্দিবে বিরলে।

বাজায়ে বিনোদ বীণা ভ্রমিব বিপিনে
গাইব রে নাথেরই গান
আমি তোরে উন্মাদিনী তাহারি বিহীনে
তবু তারে সঁপেছিরে প্রাণ।

বা রে বা রে!!! পরিপুর যেনরে অবনী
খিল খিল হাসে পরিদলে
পরিরাজ ঐ বুঝি এনয় ধরণী
না আমিত আছিরে ভূতলে।

অনাথিনী উপহাসে এরাকি হেথায়?
তোরা কিরে নাথের আজ্ঞায়?
পরিপুরে আছে নাথ ত্যজিয়া আমায়?
এতই কি সবে অবলায়।

আর না আসিবে হেথা আমায় ত্যজিল
কি করিবে অধিক আমার

দেখ্ দেখ্ দেখে যারে অবলা ডুবিল
জুড়াবেরে সব জ্বালা তার।”

নিকুঞ্জকাননে

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও বৃন্দার কথোপকথন।

রাধা, কৃষ্ণের প্রতি।

দেখ দেখ হেথা শ্যাম কোমল কুসুম দাম
মধুভরে ঢলে পড়ে ঘুমে যেন ঢুলে পড়ে
কিবা তায় ভ্রমর গুঞ্জন।

অলিকুল গুণগায় ফুলমধু লুটে খায়
এক ফুলে তুষ্ট নয় লম্পট ভ্রমর চয়
তোমার ও শ্যাম স্বভাব তেমন

কৃষ্ণ, রাধার প্রতি।

ছিছি রাধা একি কথা দিওনা হে মনে ব্যথা
তুমি বিনা অন্যজন জানেনা একালা মন
জানিনে জানিনে রাধা বই।

রাধানাম লেখাশিরে রাধা ছাড়া আমি কিরে
প্রেমের মাণিক ধনি কালার হৃদয়, ফণী
তবে রাধা ছাড়া শ্যাম কই ॥

বৃন্দা, রাধা কৃষ্ণের প্রতি।

লম্পট ও শ্যাম নয় হেন মোর মনে লয়
কালরূপে আর ভাই শ্রীরাধার মন নাই
তাই শ্যাম লম্পট এখন।
এবে শ্যাম পুরাতন আরকি সে, শ্যামধন
নব ঘন তোষে মন ক্রমে তায় ত্যক্তজন
আশাভাণ্ড পুরিল যখন ॥
নিশিতে শশির কায় প্রতি দিন দেখি তায়
তাই আঁখি আর তায় হেরিবারে নাহি চায়
শোভাহীন বিধুরবদন।
কাননে খদ্যোত আলো বরঞ্চ সে লাগে ভালো
কিছার মিছার চাঁদ পুরাণ চন্দ্রিমা ফাঁদ
আর তায় নাহি ভোলে মন ॥

রাধা, বৃন্দার প্রতি।

প্রাণের সুসার অন্ন তাহে মন অবসন্ন
এ কোন কথারে হায় অরুচি হবেরে তায়
বিনা রোগে বিনা যাতনায়।

হয় বটে যাতনায়, গরিমা বাড়ায় তায়,
প্রেম মধু অম্ল কালা সে বিনে এ ব্রজবালা
কেমনে বাঁচিবে প্রাণে হায় ॥

যমুনা কাঁপায়ে রবে বাঁশরী বাজায় যবে
আর কি রাধার প্রাণ মানে কিরে কুলমান
ধরে আসি কালার চরণ।

সে শ্যামে অরুচি হবে সুধাহীন বিধু তবে
রাধার বিরাগ শ্যামে বিধি নাই ধরা ধামে
কখন না হবেরে ঘটন ॥

তবে যে লম্পট বলি মনে নাই চন্দ্রাবলি,
আর কত গোপবালা মজালে তুমিরে কালা
সে সবকি এবে পড়ে মনে।

মিছে ভাল বাসে রাধা সে প্রেমে কি শ্যাম বাঁধা
সুধু সে মুখের কথা রাধা যথা শ্যাম তথা
ভিখারিনী পায় কি রতনে ॥

কৃষ্ণ, রাধার প্রতি।

ভালবাসে একজনে তোষে কিন্তু সব জনে
এইত সরল মন লম্পট সে এ কেমন
মিছা দোষ দিওনা কালার।

দেখ দেখ দিনকর কিবারূপ মনোহর
প্রতি ফুলে কর দান করে ভানু কৃপাবান
সবে ফুল্ল, করে তুষ্ট তার ॥

কিন্তু ঐ দেখ যেয়ে সরসি সলিলে চেয়ে
নলিনী মানিনী প্রায়, ভানুকি প্রণয়ী হায়
পড়ে আছে চরণ তলায় ।

তুষেছিনু চন্দ্রাবলি যথা ইচ্ছা যাও বলি
সে কিন্তু প্রণয় নয় স্বপন তাহারে কয়
শ্যামে স্থধু বেঁধেছে ঐ পায় ॥

বৃন্দা, রাধা কৃষ্ণের প্রতি ।

মিছার কলহ কর শুন ওগো নটবর
বসো দেখি দুইজনে তড়িতে মিলায়ে ঘনে
শোভাহেরে যুড়াবে নয়ন ।

শ্রীরাধারে কোলে করে বসো দেখি শোভাকরে
বাজাও মধুর বাঁশি মজুক গোকুল বাসী
বাঁশি শুনে যুড়াবে শ্রবণ ॥

নাচিবে কদম্বমুলে শিখিচয় পুচ্ছতুলে
নাচিবে সরসি জল নাচিবে বিটপী দল
নবশোভা ধরিবে কানন ।

শুনিয়া বাঁশরি ধ্বনি রাধার হৃদয় ফণী
উঠিবে নাচিয়া তায় বারেক বাজাও রায়
মজুক রে শ্রীবৃন্দাবন ॥

অদ্ভুত সৃষ্টি ।

মধুচাকে মধু নাই হুল ভাঙ্গা অলি ।
বাঁদরে রসিক হলো নূতন সকলি ॥
নারী মুখ সুধা কূপ শ্মশ্রু হলো তায় ।
অপরূপ বিধিসৃষ্টি কে বুঝিবে হায় ॥
পুরুষে রমণী ভাব ঘটিল কি দায় ।
কাল কেশে সোজা সিঁতি নারী হেরে যায় ॥
অতিপটু ছলনায় চটুল নয়ন ।
রাঙ্গা মুখে হাসি কিবা, সকলি নূতন ॥
কুলবতী বেশ্যা হলো সতী ছিল যারা ।
গণিকা প্রণয় ভাগী সতী হলো তারা ॥
সীতা সাথে দাশরথি মরে ভিক্ষা করে ।
হনুমান রাজা হলো অযোধ্যানগরে ॥
জোনাকীতে বাতি জেলে আঁধার ঘুচায় ।
সাগর সলিলে শশি মগ্ন হলো হায় ॥

পিপীলিকা অসি করে বধিল রাক্ষস।
নীরব মলিন অঙ্গ সবাই অবশ॥
অদ্ভুত এবিধি সৃষ্টি কভু দেখিনাই।
দেখেছ কি কোন জন হেন কোন ঠাঁই॥
মৃণালেতে দিয়া ভর সলিল ঠেলিয়া।
উঠিতেছে কমলিনা দেখরে চাহিয়া॥
চাঁদের গলায় মালা দিছে কুতূহলে।
কুমুদ কাঁদিয়া হায় ডুবে মলো জলে॥
সাগর সন্তরি যায় বিড়াল কুমার।
গিরি পরে বসে তিমি ফেলে অশ্রুধার॥
ভেকেতে অঙ্কুশ মারে কুরঙ্গিনী শিরে।
অনঙ্গী মাতিল অঙ্গে সরমে মরিরে॥
ভারত বিধবা বালা বিয়ে হলো তার।
অদ্ভুত এ বিধি সৃষ্টি দেখেছ কি আর॥

সুরমা বিনোদ।

বিধু বিলাসিতা সিতা বাসন্তী জামিনী।
রজত পারদ নিভ ধবলা মেদিনী॥
প্রাসাদ মন্দির শির সরসীর নীর।
জ্বলে ছটা সকলে সে শশির হাসির॥

নবীন বিপিন মন্দ আন্দোলিত বায়।
নিদ্রাভুলে পুলকে কোকিল কুহুগায়॥
বিষয় কলহ দিবা কোলাহল লীন।
সুখদা শান্তির কোলে সংসার আসীন॥
হিম শৈলে শির দিয়া নিতম্ব সাগরে।
তীর উপাধান মাঝে খাদ শয্যা পরে॥
অঙ্গ মেলি গঙ্গা যেন প্রশান্ত নিদ্রায়।
তরঙ্গ উল্লাস শ্বাস সঞ্চরণ তায়॥
কূলে তার শোভে এক সুন্দর ভুবন।
স্তম্ভরাজি সুচারু চিত্রিত বাতায়ন॥
নিশীথে নিদ্রিত সব পুরবাসীগণে।
একাকিনী বালা কেন বসি বাতায়নে॥
কি চারু বদন রুচি গাবাক্ষে বিকশি।
সপুলকে কপোল পরশ করে শশি॥
ভবনের তলে বালা চাহি, ক্ষীণস্বরে।
কহে কথা, ফুল মুখে মধু যথা ঝরে॥
"তোমার সোণার কায় ক্রমে হলো কালী।
অভাগিনী আমি, মাতা পিতা দেয় গালি॥
প্রহরী সমান সবে ফেরে পায় পায়।
বারেক দেখিতে নাথ! দেয় না তোমায়॥

পিতা কাটিবারে চায় মাতা বিষ দিতে।
কিসে এত দোষি আমি, কি দোষ দেখিতে॥
কত শত জনে দেখি, দোষ নাহি তায়।
কেবল কি পাপ, নাথ দেখিতে তোমায়॥
দেখিতে যা চাই যদি দেখিতে বারণ।
বিধাতা দিলেন তবে কেন বা নয়ন॥
বিশেষ না জানি কিছু হেন লয় মনে।
মনোমত ভাল বাসে সবে প্রিয় জনে॥
মাতা ভাল বাসে পিতা ভগ্নি ভগ্নিপতি।
আমি ভাল বাসি তায় দোষি হই অতি॥
ভাল বেসে সুখে যারা সময় কাটায়।
আমি ভাল বাসি তারা বাদী হয় তায়॥
মন নিবারিতে সবে বলে কি কারণে।
সেই ভাল নয় কি যা ভাল লাগে মনে॥
ভুজঙ্গ নিকটে কেহ না চায় যাইতে।
কেনা চায় শুক পথা হৃদয়ে ধরিতে॥
কোকিলের ভাল স্বর ভাল লাগে কাণে।
বজ্র ডাক ভাল নয় ভয় হয় প্রাণে॥
তবে কেন বলে সবে ভুলিতে তোমায়।
চেষ্টা করে ভাবি কি যে ভুলিব চেষ্টায়॥

কে করেছে অনুরোধ ভাল বাসিবারে।
অনুরোধ কেন তবে করে ভুলিবারে॥
আখী কি নিমেষ ছাড়ে লোকের কথায়।
কেহ যাহা না শিখালে কে ভুলাবে তায়
নিশ্বাস সঞ্চরে প্রাণে আপনি যেমন।
প্রেম কি প্রাণের নয় স্বভাব তেমন॥
শ্বাস রোধ হলে যদি প্রাণ মারা যায়।
প্রেম রোধে বাঁচিবে কি সম্ভাবনা তায়॥
কতই যাতনা নাথ জানাব তোমায়।
আঘাত হয়েছে মম অভরণ প্রায়॥
দৈবে শ্বাস যদি ছাড়ি তোমায় ভাবিতে।
ক্রুটী না করেন মাতা প্রহার করিতে॥
অন্য মনে চলে যেতে পড়ি ধরা তলে।
ভগ্নিগণে ক্রোধভরে মর মর বলে॥
যেমন ছিলাম পূর্ব্বে নয়ন পুতলি।
তেমনি হয়েছি নাথ নয়নের ধূলি॥
বিষ দিবে কাটিবে না ভয় করি তার।
কিন্তু নাথ এখানে এসনা তুমি আর॥
কে কবে দেখিবে কোথা বিপদ ঘটিবে।
আমা হতে প্রতিকার কিছু না হইবে॥

আমি যত কান্দিব হাসিবে তারা তায়।
এসনা এখানে আর ধরি তব পায়॥
আর কি উপায় আছে কি করিব হায়।
বিরলে বসিয়া ভেবে দেখিব তোমায়॥
না দেখিয়া মরি যদি ক্ষতি নাহি তায়।
আমার সপথ নাথ এসনা হেথায়॥
যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবে আমার।
দূরে বা নিকটে আমি কিঙ্করী তোমার॥
যে ভাবে যেখানে হয় যে দিন মরিতে।
মরিব তোমার ছবি দেখিতে দেখিতে॥
ভাগ্যবতী পুণ্যের সঞ্চয় আছে যার।
সে বিনা কে হবে নাথ সঙ্গিনী তোমার॥
আমি অভাগিনী বৃথা আশা করি তায়।
বিবাহ কালে কি নাথ ভাবিবে আমায়॥”
কম্পিত শোকের স্বরে বিলীন বচন।
প্রাণে ক্ষোভ দিয়া মগ্ন বীণার বাদন॥
দর দর নয়ন কপোল পরে ঝরে।
ঢল ঢল জলে তথা শশিকর ভরে॥
আলয়ের তল হতে প্রাণ প্রিয়তর।
উত্তর করিলা “প্রাণ প্রতিমা আমার॥

এত জ্বালা পেলে দয়া করে অভাগায় ।
শমন স্মরণ তবু করে না আমায় ॥
ও নীল নলীন নেত্রে ঝরে অশ্রুধার ।
হা ধাতা ! সংসার কেন না হয় সংহার ॥
কোন দোষ নাই তব পিতার মাতার ।
কে না শত্রু প্রিয়সী বিধাতা শত্রু যার ॥
এত দিন ছিলে তুমি নয়ন পুতলি ।
হয়েছ আমার তরে নয়নের ধূলি ॥
ভাগ্যবানে হলে ধনী প্রণয় তোমার ।
আরো আহ্লাদিনী হতে মাতার পিতার ॥
ধন জন হীন আমি, কেমনে তোমায় ।
কোন প্রাণে বল তারা সঁপিবে আমায় ॥
পিতা মাতা কোন্ কালে শত্রু হয় কার ।
যেন স্থির আমি শত্রু প্রিয়সী তোমার ॥
শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে সবে যায় ।
ভুজঙ্গ ধরিতে মানা কেনা করে হায় ॥
দিবা নিশি ভাবি আমি কম্পিত অন্তরে ।
কি জানি কি কবে করে কুলমান তরে ॥
অতএব রেখ প্রিয়ে মিনতি আমার ।
নিশায় এ গবাক্ষে এসনা তুমি আর ॥

প্রতি দিন আমি হেথা এমনি আসিব।
থাক বা নাথাক আমি দেখিতে পাইব॥
আমার কি ভয় ধনী কথা হাসিবার।
শমনে না ডরে সে ডরিবে কারে আর॥
অসি যদি হানে কণ্ঠে আত্মীয় তোমার।
পুলকে লোটাব শির চরণে তাহার॥
হায় রে প্রাণের কথা কিসে বুঝাইব।
মাংসময়ী নারী ছি ছি বিবাহ করিব॥
প্রেম ব্রত ধারী নারী ও কিকাজ আমার।
উপাসক সুরমা সুসমা প্রতিমার॥
লোকালয় পরিহরি যাব সেই খানে।
নাই বিঘ্ন অপ্রেমির কলহ যে খানে॥
বিজন বিপিনে বসি বীণা তান ভরে।
গাইব সুরমা গীত সুললিত স্বরে॥
প্রতি ধ্বনি সে তান করিবে তরঙ্গিত।
সুরমা সুরমা হবে কাননে নাদিত॥
সুরমা সুরমা রমা সুর ক্রমে ক্ষীণ।
ধীরে ধীরে ভূধরে বিরামে হবে লীন॥
শাখী পরে পাখী বসে শুনিয়া শিখিবে।
মৃত্যুকালে ভুলিলে স্মরিয়া তারা দিবে॥

যাপিব এজীবন সুখের তপস্যায়।
সুরালয়ে যাইয়া দেখিব সুরমায়॥
ব্রহ্মচারী বিনোদ প্রেমের ব্রতধারী।
বিবাহ করিবে সেকি মাংসময়ী নারী ?
শত্রুতায় কি হইবে তোমার পিতার।
হৃদে মম সুরমা তিনি কি পিতা তার॥
অনুক্ষণ মনে তার আস্বাদন পায়।
আঁখী চায় তাই প্রিয়া দেখাই তোমায়॥
নিরাকারে নিরাকারে সদাই বিহার।
মনোরমা সাকার প্রতিমা তুমি তার॥
অনিলে অনিলে মিলে কিরণে কিরণে।
কে নিবারে কি ভাব বুঝিবে কোন জনে॥
সৌরভ পশয়া নামা তোষে যথা মন।
কান্ত কথা পানে তুষ্টা কামিনী তেমন॥
বিলোল লোচন আর ঝরেনা ধারায়।
দিবার সন্তাপ সব জুড়াল নিশায়॥
উত্তরিল প্রিয়হে প্রণয় প্রাণ ধন।
তুমি বনে গেলে যে সংসার হবে বন॥"
হৃদয়ের কথা না হইতে সমাধান।
গরজিল স্বর এক অশনি সমান॥

"কলঙ্কিনী তোর কি হৃদয়ে নাই ভয়।
জন্ম মাত্রে কেননা গেলিরে যমালয়॥
দিনে রেতে চোখে কিরে ঘুমনাই তোর।
কোথা সে পাষণ্ড বেটা যাতুকর চোর॥
এখনি কাটিব মাথা," বলে কোপে জ্বলে।
কর প্রহারিল কন্যা কপোল কমলে॥
কেশে ধরে আকর্ষিয়া বলে লয়ে যায়।
পদে পদে বিজড়িত অঞ্চল জড়ায়॥
পদে পদে প্রহারে তথাপি বলে তায়।
"শপথ আমার নাথ এসনা হেথায়॥"
পদে পদে হেন মতে বলিয়া চলিল।
ক্ষীণ স্বর ক্ষীণ তর বিলীন হইল॥
নিকেতন তলে তার ছিল প্রিয় জন।
ছিল কি চেতন তার স্মরণ জীবন॥
হৃদি ভেদী দীর্ঘ শ্বাস বহিল যখন।
হৃদি কম্পে জানিল সে জীবিত তখন॥
কহিল, চেষ্টার চিত্ত করি অন্বেষণ।
"কিদায় ঘটালে ভেঙ্গে প্রণয় স্বপন॥
ঘুরে ঘুরে উর্দ্ধেধরা উঠিল যেমন।
ধূলি হয়ে উড়ে কেন গেলনা তখন॥

স্মৃতি সাপে হৃদি কাটিত কি তবে আর।
প্রহার সহিল অঙ্গে সুরমা আমার॥
কে জানে কে আছে হেথা বলরে নিশ্চয়।
রয় কি নরের চিত্ত দেহ হলে লয়॥
মরি তবে হৃদে ধ্যান ধরে সুরমায়।
পারি না সে সুখ স্মৃতি লোপের শঙ্কায়॥”
প্রণয়ীর হৃদে হেন শোকের বিকার।
কার সাধ্য বাক্যে দিবে পরিচয় তার॥
কে প্রবোধ দিবে আর কেবা আছে তার।
জুড়াত শুনিতে পেলে কথা সুরমার॥
হা শশি তুমিই হলে রাহুর আহার।
হা প্রেম অভাগ্য চির সঙ্গী কি তোমার॥
ভাল বাসা প্রিয়ফুল কীটে কাটে আগে।
যত্নে ঢাকা মধু তায় পিপীলিকা লাগে॥
নিশি হীনে শশি ম্লান চলে অস্তাচলে।
ম্লান মনে বিরহ বিধুর বাসে চলে॥

বিশাল গঙ্গার কায়া তাহে সন্ধ্যা রবিছায়া
তরুণ তরঙ্গ খেলে তায়;

স্তন পান সুখ ভরে হেসে মাতা হৃদি পরে
শিশু যেন মস্তক উঠায়।
স্নিগ্ধ সুমধুর বায় আন্দোলিত পতাকায়
নদী পরে তরী শোভা পায় ;
স্বগণে ডাকিয়া রবে দলে দলে পাখী সবে
পর পারে নীড়ে উড়ে যায়।
হেন কালে তরী পরে বৃদ্ধা এক করে ধরে
তুলিয়া লইল সুরমায় ;
(যোগী যথা যোগাসনে) ভাবিয়া হৃদির ধনে
প্রণয়ী বিনোদ বসি তায়।
দোঁহে চায় দুইজনে বৃদ্ধা হাসে মনে মনে
তিন জনে অতি কুতূহল ;
ধীরে ধীরে দাঁড় পড়ে কপোলে কুন্তল নড়ে
বায়ু ভরে অঞ্চল চঞ্চল।
রাগে রবি ঢল ঢল ঢল ঢল নদী জল
ঢল ঢল মুখ সুরমার।
যেজন না আত্মা মানে চাহিলে সে আঁখিপানে
রয়না সংসার আর তার ;
যখন যাহারে ফিরে হৃদয়ের মেঘ চিরে
পিরিতের বিজলি খেলায়।

বিনোদ সে আঁখি চেয়ে সর্গের আভাস পেয়ে
হৃদি সম্বরিতে নারে আর ;
(সুরমা তাহার কাছে স্বপ্ন ইহা হয় পাছে)
কহিল সে "প্রিয়সী আমার।
কহরে আশ্বাস বাণি হৃদয়ে প্রত্যয় মানি
সংশয়ে যেসব সুখ হরে ;
এই যে প্রাচীনা যিনি করুণা রূপিণী ইনি
মর্ত্ত্যপরে, কৃপাকরি নরে।"
সুরমা বৃদ্ধায় চায় বৃদ্ধা আঁখি ঠেরে তায়
বিনোদ চাহিয়া হেসে কয় ;
"যে মেঘে গরজে যত সে মেঘে না বর্ষে তত
মুখে যত হৃদে তত নয়।
মধুর কথার ছলে অবোধ বালিকা দলে
ভুলায় চতুর যুবাগণ ;
মধুশেষ হলে তার নিকটে নাযায় আর
পুরুষের ব্যাভার এমন।
আমি তো বালিকা নয় বুঝি ছল সমুদয়
বুঝেছিরে পিরিতি তোমার ;
শুধু মধু লালসায় অলি ফুল গুণ গায়
বাসি ফুলে পরশে না আর।"

অসির আঘাত প্রায় হৃদয়ে বেদনা পায়
বিনোদ বৃদ্ধায় চাহি কয় ;
"আমার হৃদয়ে যত বাক্যে যদি ব্যক্ত তত
তার কেন হৃদে ভার রয় !
কেন তার দুখে জ্বলি সদাই অপটু বলি
শত ধিক্ দেই রসনায় ;"
তরী নদী মাঝে আসে দেখিয়া প্রাচীনা ভাসে
"প্রেমী তবে বলিব তোমায় ।
এই আমি ফেলি জলে তোল দেখি কুতূহলে
তোমার এ প্রিয়সীর হার ;"
কণ্ঠ হার ফেলে জলে কণ্ঠহার পড়ে জলে
সুরমা কি কপাল তোমার ।
অগাধ অসীম জল দুইরত্ন গেল তল
বুড়ি বাহু বলে উচ্চ স্বরে ;
নিমেষেক সুরমার ত্রিসংসার অন্ধকার
বাঁচে পুন নিমেষেক মরে ।
বুঝিল সে বিবরণ বড় হল প্রিয় জন
হেয় প্রাণে পাছে ফেলে যায় ;
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল না কান্দিল না ভাবিল না
নিমেষে লভিল বিজ্ঞতায় ।

প্রাচীনা চাহিয়া তায় হেসে তুষে বলে হায়
"গেল যাদু বালাই তোমার ;
তোমার জননী যিনি দেখিব কি ধন তিনি
আমায় দিবেন পুরস্কার।
তোমার মাসির ঘরে মিলাইব পরস্পরে
বলে ছলে আনি দুই জনে ;
দেশেতে কলঙ্করব মাতা পিতা কান্দে তব
সব জ্বালা ঘুচিল এখনে।
তুমি হে সরলা অতি বুঝনা লেকের মতি
পাগলে কি সঁপিবে তোমায় ;
না যদি পাগল হবে কেহেন কোথায় তবে
ডুবে মরে লোকের কথায়।
পথে কথা কহিবানা করিয়া ছিলাম মানা
মর্ম্ম তার বুঝিলে এখন ;
কি বুঝিবে যাদু ধন হেন ক্ষিপ্ত কত জন
দেখিয়াছি যৌবনে তখন।
থাক গিয়া মাসি ঘর আনিব মাসেক পর
সুখে বিয়া দিবে বাপ মায় ;
পাইবে সুন্দর বর হেসে খেলে কোরো ঘর
মনে হবে তখন আমায়।"

প্রাচীনা এরূপ ভাষে শুনিয়া সুরমা হাসে
হাসি সে কি জানিনা কেমন ;
না সন্তোষ রোষ তায় নয় হাসি গরিমায়
সুধুমাত্র অধর কুঞ্চন।
তীরে উত্তরিল তরী তরুণীর করে ধরি
নামাইয়া বুড়ি লয়ে যায় ;
মন্দ মন্দ পদ পড়ে নিতম্ব কুন্তল নড়ে
ছুরি বিন্ধে সুরমার পায়।
সুরমা ফিরিয়া চায় কারু না দেখিতে পায়
তবু যেন পিছনে কে বলে ;
"এরে কি পিরিতি বলে আমায় ডুবায়ে জলে
অনায়াসে গেলে তুমি চলে।"
মাসি ঘরে উত্তরিল মাসি সব জেনে ছিল
ধন্য প্রেম বিদ্বেষি সংসার ;
হৃদয়ে ধরিয়া নিল মুখ চন্দ্র প্রচুম্বিল
ছল ছল আঁখী সুরমার।
হাসে ভাষে পিয়ে খায় এরূপে মাসেক যায়
গেছে রোগ ভাবে সব জন ;
পুন তরণীর পরে তরুণীর করে ধরে
তুলে বুড়ি চলে নিকেতন।

পুন সুমধুর বায় গঙ্গা তরঙ্গিত তায়
পুন সন্ধ্যা রাগ ঢল ঢল ;
ধীরে পুন দাঁড় পড়ে কপোলে কুন্তল নড়ে
বাতে পুন অঞ্চল চঞ্চল ।
বিনোদ ঘুমায় যথা পুন তরী এল তথা
সুরমা কহিল প্রাচীনায় ;
"এই তো সে স্থান মাসী তবে আমি দেখে আসি
বলে অঙ্গ ঢালিল গঙ্গায় ।
তখনি পশিল তল ঘুরিল ফেণিল জল
বুড়ি ভয়ে ধর ধর বলে ;
নাবিক ডুবিয়া তায় কিছুই না খুঁজিপায়
প্রেমিক কি রয় রসা তলে ।
ভাল রে প্রেমের লীলা অপ্রেমীরে শিখাইলা
তুমি বালা শিখিলে কোথায় ?
বনে ফুল বিকশিত গন্ধে দিক আমোদিত
কে তাহায় সৌরভ শিখায় ।
মাতা পিতা সুরমার পেয়ে বার্ত্তা প্রাচীনার
দৈত্য দলে গণিল আপনা ;
তনুতরী যাতনার ছেড়ে ডুবে হল পার
সুচতুর প্রেমী দুই জনা ।

অঙ্গ ঢেলে চন্দ্রিকায় সে গবাক্ষে দুজনায়
হেসে বসে হাসিবে এখন;
পুরবাসী নিদ্রা ভোগে শুনিবে স্বপন যোগে
কিন্নরের সঙ্গীত কেমন।
নিদ্রাগতা জননীরে সুরমা স্বপনে ধীরে,
কহিবে "মা করোনা রোদন;
তোমার অবোধ মেয়ে দেখ মা বারেক চেয়ে
কত সুখী হয়েছে এখন।
এখন এসেছি যথা প্রেম নয় পাপতথা
নাহি ধন মান অহঙ্কার;
সব ফুল্ল সুখে হাসে সবে সবে ভাল বাসে
নাহি মাগো গঞ্জনা প্রহার।"
শোকে তাপে পরে পরে মাতা পিতা মাসি মরে
সে প্রাচীনা লভেছে নিধন;
কেহ তারা নাহি আর হেন প্রেম ঘটনার
আছে মাত্র শ্রুতির ঘোষণ।
অদ্যাবধি সেই স্থল ঘুরে ঘুরে ফুলে জল
প্রণয়ীর হৃদির প্রকার;
তরী বেয়ে যারা যায় ফুল চিনি ফেলে তায়
জিজ্ঞাসিলে বলে কর্ণধার।

"বিনোদ স্থরমা নামে ছিল প্রেমী এই গ্রামে
ডুবে মলো দুজনে হেথায় ;
সে হতে এদহ হয় প্রেম দহ সবে কয়
পড়িলে উতরে উঠা দায় ।"

অভিমন্যু বধ।

মাহা যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবে
মহারণে রণভূমি পূর্ণ মহা রবে
তুমূল সমর আজি একি ভয়ঙ্কর
কোন্ মহারথী সনে রণ ঘোর তর
উঠেছে উষ্ণীশ চয় স্বর্ণ শীর্ষ তায়
ঝক্ মক্ জ্বলে তারা ভানুর আভায়
বিরলে বসিয়া ভানু খেলা কত করে
হাসি হাসি চুম্বে আসি অসি বর্ম্মপরে
বাজিছে দুন্দুভী ওই ঘোর ঘন রবে
মহারঙ্গে বাজাইল দামামা দড়বে
নড়িছে পতাকা শত শ্বেত নীল কায়

লোহিত বরণ কেহ অপূর্ব্ব শোভায়
কৃষ্ণ বর্ণ করীদল বিশাল আকারে
বেড়েছে সমর ভূম জলদ আঁধারে
মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ অসি উঠিছে জ্বলিয়া
পয়োদে তড়িৎ যথা জ্বলে চিকণিয়া
করীর বৃংহনী আর ভীম হেষা ধ্বনি
মেঘের গর্জ্জন সম কাঁপায় ধরণী
বিনাশিতে ধরাতল নাশি জীব দল
বহিল কি সংগ্রামের ঝটিকা প্রবল?
বীর বেশে বীরচয় বর্ম্ম সুশোভিত
দাঁড়ায়েছে চারিদিকে সংগ্রামে নির্ভীত
বদ্ধ পরিকর কত যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধায়
বীরদম্ভে নিজ নিজ গরব জানায়
করিতেছে জয় ধ্বনি কেহবা সরোষে
বদন বিকার কেহ করে মহা রোষে
বাজিল কৌরব ব্যূহে সিঙ্গা ঘোর রবে
কুরুপতি জয় বলি নাচে বীর সবে
অমনি বিষম রোষে গর্জ্জিয়া উঠিল
পাণ্ডব শিবিরে যত মাহাবীর ছিল
যথা শুনি ফেরুরব সুদূর কাননে

শার্দ্দূল ভীষণ কায় গরজে সঘনে
কতক্ষণ পরে শুনি ভীম হুহুঙ্কার
অসি ঝন্ ঝনি সহ কোদণ্ড টঙ্কার
সহসা উন্মত্ত দেখি অশ্ব হস্তী দল
বিমান বিদরী রব করে সৈন্য দল
সহসা সমর ভূম পূর্ণ একেবারে
এইরূপ মহাশব্দে বিষম ব্যাপারে
প্রবল পবনে যেন ভীম ঘন স্বরে
আলোড়িত উর্ম্মি রাজি প্রশর সাগরে
ষোড়শ বর্ষীয় যুবা ধনঞ্জয় সুত
বীর বটে অভিমন্যু দেব শক্তি যুত
তরুণ তপন কান্তি জ্বলিত আভায়
সুভদ্রা নন্দন আজি শোভে কি শোভায়
আসি দ্রুত রথোপরে সঙ্গে সহচর
প্রবেশিলা রণক্ষেত্রে করিতে সমর
যেন আসি হুতাসন পশিল অরণ্যে
গ্রাসিবারে তরুদল বিশাল বদনে
প্রবল পবন কিম্বা যেন প্রবেশিত
সজল নগর মাঝে সহসা ত্বরিত
ধনুঃশরে সুনিপুণ অর্জ্জুন তনয়

টঙ্কারিয়া মহাধনু দিল পরিচয়
ধনুঃশব্দে বিচলিত তুঙ্গ হিমাচল
কাঁপিল বিজন মাঝে উচ্চ তরু দল
মহারবে কম্পান্বিত হলো ক্ষিতি তল
উঠিল সাগর জলে উচ্চ বেলাদল
শাল দ্রুম সমবীর বিকট আকার
নিশিত খড়্গকারে ভয়ের আধার
কটি দেশে অসি বাঁধা নির্ভয় অন্তরে
ঘেরিয়াছে চারি দিক্ সংগ্রাম প্রান্তরে
দুর্দ্দম কৃতান্ত বুঝি নাশিতে সংসার
প্রেরিল এসব শূর যম দূতাকার
কতক্ষণে ফিরাইলা পশ্চাতে নয়ন
সুভদ্রা নয়ন মণি অর্জ্জুন নন্দন
কহিলেন (সম্বোধিয়া নিজ সৈন্য দলে
অম্বুদ গভীর স্বরে উত্তেজি সকলে)
"বল মোরে সৈন্য দল কেন মোরা আজি
উপনীত রণ মাঝে রণ বেশে সাজি
কেনরে এসব ভীম গদা ধনুঃশর
বেড়েছে এ কুরুক্ষেত্র বিস্তীর্ণ প্রান্তর
কেন আজি তরবারি কোষ নিস্কাশিত

কেনরে এ অভিমন্যু রণ প্রবেশিত
জান কিঁ, তোমরা মোর প্রিয় সহচর
বিনাশিতে আজি মোরা অরাতি নিকর
এ সংগ্রামে ধরিয়াছি কাল ধনুঃশর
কাঁপিবে মেদিনী আজি দেখ থর থর
কাঁপাইব আজ আমি ত্রিলোক ভুবন
কাঁপিবে সভয়ে আজি মত্ত দুর্য্যোধন
হবে নাকি বিচলিত ত্রিদেব আগারে
বাসব আসন আজি কার্ম্মুক টঙ্কারে
কি ছার কৌরব দল মনুজ ইহারা
জিনিবারে পারি আমি দনুজারি যারা
পরমেষ্টি বাসুদেব চক্র গদাধারি
বিক্রম আধারে আমি পরাজিতে পারি
কে আছে এমন বীর এতিন ভুবনে
জীবন থাকিতে মম লবে রাজ্য ধনে
ত্যাজুক জীবন আশা আসুক সে রণে
যদি ইচ্ছে করি বারে রণ মম সনে
পিতা মোর ধনঞ্জয় ধনুঃশরে যার
পরাজিত পশুপতি শক্তি মূলাধার
আমি কি ডরাই কভু করিতে সমর

নীচ দুর্য্যোধন সনে-দুর্ব্বল পামর
চল চল সৈন্য দল সমর সাগরে
আজি দিব সন্তরণ প্রমোদ অন্তরে
প্রবল সংগ্রাম এই জলধির জল
উঠে নানা অস্ত্র রাজি তরঙ্গের দল
বিকট কুম্ভীর মোরা এ রণ সাগরে
কুরুদল কূর্ম্ম রাজি, ভয় কি তায় রে ?
ভাসায়ে যশের পোত সমর সাগরে
দলিয়া অরাতি দলে যাই যাব মরে
কি ভয় মরিতে বল জনম নিধন
সকলি কালের খেলা কালে সব জন
মরন সেই তো হায় চরম গতিরে
সে ভয়ে ডরিবে বল রণ বীর কিরে ?
ভুলে যাও সুশীতল প্রিয়া দৃষ্টি ছায়া
ভুলে যাও তনয়ের সুবিমল কায়া
থাকে যদি হৃদি বন্ধু ভোলো তারে এবে
এ সমর হুতাসনে ভস্ম কর সবে
ভুলিয়া সবারে এবে চল শীঘ্র যাই
সরমে সাধিব জয় এই মাত্র চাই ”
এত বলি আর্জ্জুনেয় চলিলেন রণে

যুঝিবারে কুরুপতি সেনাদল সনে
প্রমত্ত বারণ যথা চলে পদ্মবনে
দলিতে কুসুম রাজি কঠিন চরণে
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ
গুরুবলে খ্যাত আছে জানে সবজন
সমর কৌশলে প্রাজ্ঞ অতি বীর্য্য বান্
যদিও প্রাচীন বটে তবু দীপ্তিমান্
পরিপুষ্ট দৃঢ়কায় দীপ্ত চক্ষুদ্বয়
দেয় যেন যৌবনের পুণ্য পরিচয়
করে ধরি শরাসন পৃষ্ঠেতে তূণীর
রুধিলেন আর্জ্জুনেয়ে দ্রোণ মহাবীর
সিংহনাদ বাহু স্ফোটন গভীর গর্জ্জন
করিয়া দুজনে রণ করে কতক্ষণ
ধন্য তেজ বীর পুত্র অর্জ্জুন কুমার
কার সনে দিব বল উপমা তাহার
দ্রোণ যার পিতৃগুরু করিছে সে রণ
মহাবীর দ্রোণ সনে যুঝে বিচক্ষণ
যদি ইচ্ছে শাখা নদী যেতে গিরি পার
কত তেজ আবশ্যক হবে বল তার
বাজিল সমর বাদ্য গভীর শবদে

ছুটিল তুরঙ্গ দল বায়ু দ্রুত পদে
প্রভঞ্জন অতিক্রমি দ্রুত বেগ ধরি
উঠিল কলম্বকুল গগন উপরি
অণু হয়ে শর রাজি ছুটিল আকাশে
বিতাড়িত শ্যেন যথা ছোটে ঘন শ্বাসে
ভেদি দ্রোণ চক্রব্যূহ কৌশল নির্ম্মাণ
প্রবেশিলা আর্জ্জুনেয় অনল সমান
কুরুপতি সেনাদল বিস্তৃত বেষ্টন
মাঝে বীর অভিমন্যু শোভিল কেমন
বেষ্টিত তরুণ সিংহ যেন গজ দলে
সুদূর প্রান্তর মাঝে বিপদ বিহ্বলে
করে ধরি শরাসন টঙ্কারিয়া ধনু
কাঁপাইলা ক্ষিতিতল বীর অভিমন্যু
বারির পতন শব্দ নব বরিষায়
যেমতি ভেকের দলে হরষ জাগায়
তেমতি জাগিল হর্ষ মহা ধনুরবে
নাচিয়া উঠিল যায় বীর সৈন্য সবে
মহা হর্ষে রণ মত্ত নাহি অন্য জ্ঞান
জয়ের সাধনে সবে দিতে চায় প্রাণ
ঝটিতি চঞ্চল পদে বিষম আঘাতে

সবে প্রহরণ শীল পরস্পর সাথে
হা হা ধ্বনি মার মার শব্দ ভয়ঙ্কর
উঠিল চৌদিকে হায় তুমুল সমর
"এই অসি খরতর নাশিবে তাহারে
ভাসিবে ভূতল তার রক্ত স্রোত ধারে"
"বল্লমে বিধিঁব তার মস্তক এবারে
দেখিব কেমন বীর দেখিব তাহারে"
"গহনে কাননে ঘরে গিরির গহ্বরে
সরসী সমুদ্র তল পর্ব্বত শিখরে
যে খানে থাকিবে আজি নাশিব তাহারে
সংশয় নাহিক তার জীবন সংহারে"
"এই অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত করিব তাহারে
চিরিয়া দেখিব তার অন্তর আকারে"
"এই ভীম গদাঘাতে চূর্ণ একেবারে
করিব মস্তক তার নাশিব তাহারে"
এইরূপ কুরুদল সংগ্রাম মাঝার
করিতেছে পরস্পর রণ অহঙ্কার
ঘাতক সদনে যথা বৃথা আস্ফালন
অবোধ অজের পাল করে কিছুক্ষণ
অনায়াসে মহাবীর অর্জ্জুন নন্দন

কত শত বীর চয় করেন নিধন
রণ সিন্ধু তিমিবর সুভদ্রা কুমার
উহু কি ভীষণ তার নিধন ব্যাপার
ভীম তর ভীম বাত্যা সংহার সমর
চূর্ণ করে বীর গিরি কি বিক্রম ধর
বিমান সংগ্রাম ভূমি সুদীর্ঘ বিস্তার
তাহে বীর অভিমন্যু তপন আকার
রোধে কার সাধ্য তায় অজেয় সমরে
কিছার কৌরব সেনা রোধে বীর বরে
রণ রঙ্গে যেন মত্ত অর্জ্জুন নন্দন
রঙ্গরসে কত শূর করিল নিধন
দৈবের ব্যাপার কিন্তু বুঝে সাধ্য কার
শিশু প্রাণ আর বুঝি রয়না এবার
রুদ্র বরে ক্ষুদ্র জয়দ্রথ সিন্ধুরাজ
অর্জ্জুন অভাবে তার কি বিক্রম আজ
শক্তিধর শম্ভুবরে প্রভাব অতুল
রুধিয়া পিতৃব্য দলে ঘটালে প্রতুল
একা অভিমন্যু হেথা অসহায় রণে
কত আর যুঝে বল কুরুদল সনে
অনিবার খর শর পীরণ বিস্তর

শিশু প্রাণে কত আর সবে নিরন্তর
তাতেও অক্ষুব্ধ ধন্য ক্ষত্রিয় কুমার
শিবাকুল কুরুদল তুমি সিংহতার
দেব শক্তি সমুদ্ভূত অর্জ্জুন কুমার
সহ তেজী কুরুবীর আছে কিরে আর ?
নিপুণ কুঠার সেই সমর মাঝারে
ছিন্নকরে শূর দ্রুম কি ভীম প্রহারে
কিন্তুরে প্রাচীণ দ্রোণ চতুর প্রধান
শিখাইল বীর কর্ণে "উহার পরাণ
বধিতে চাওরে যদি ত্বরা শরাসন
করিয়া ছেদন তার বধরে জীবন"
দ্রোণ কৃপ কর্ণ আরো বীর তিনজন
বধিতে শিশুর প্রাণে করিল বেষ্টন
অবিরাম তীক্ষ্ণ শর করিয়া বর্ষণ
বীর কর্ণ শরাসন করিল ছেদন
সুযোগ কৌরব দল পাইল এবারে
একেবারে আর্জ্জুনেয়ে বেড়িল চৌধারে
অবিরাম বর্ষে শর সবে প্রাণ পণে
ছিন্ন ধনু অভিমন্যু নহে ক্ষান্ত রণে
ক্ষিপ্রহস্তে অসি করে জ্বলন্ত অনল

তখনো জ্বলিয়া উঠে কি ক্ষত্রিয় বল
ক্লান্ত বটে রণ শ্রমে অর্জ্জুন নন্দন
তবুও যুঝিল বীর আর কতক্ষণ
কাল দুঃসাসন পুত্র ভীম গদা করে
আসি দ্রুত রথ পরে নামিল সমরে
উভয়ে বিষম ঘাতে পতিত উভয়ে
ভূতলে পড়িয়া তবু যোঝে বীরদ্বয়ে
ত্বরা দুঃশাসন পুত্র উঠিয়া তখন
অতি রোষে বীর ভাষে করি আস্ফালন
পূর্ণ বলে গাদাঘাত করিল কুমারে
চূর্ণশির আর্জ্জুনেয় অজ্ঞান হায় রে
সমুদ্রে সমর মাঝে ভগ্ন তরি তায়
সশস্ত্র তুফাণে বায় কতক্ষণ আর
অতি দৃঢ় কর্ণধার তাই এতক্ষণ
ছিলরে অমগ্ন নীরে হলোরে মগন
অতীত কুমার কাল অপূর্ণ যৌবন
শিশু অভিমন্যু খ্যাত স্নেহের বচন
মায়ের হৃদয় ধন ক্রোড়ের রতন
চির শিশু তার কাছে প্রাচীন যখন
কিন্তু কোন্ শূন্য হিয়া সমর দহনে

ফলে দিল এশৈশব কুসুম রতনে
মৃণাল নিবদ্ধ পদ্ম তরল কমলে
ছিড়িয়া আহুতি তারে দিলসে অনলে ?
মায় পূর্ণ মাতৃ হৃদি কিতকাল হায়
স্নেহের মৃণালে বদ্ধ শিশু পদ্ম প্রায়
হা নিঠর পণ্ডু পুত্র কেমনে কুমারে
কেমনে পাঠালে তারে সমর মাঝারে
নিধন জীবন তার মরিল ব্যাথায়
কাঁদিবে মায়ের প্রাণ কাঁদিবে পিতায়
প্রিয়া অঙ্ক শূন্য করি কাঁদায়ে তাহারে
এজনম তরে বীর বিদায় এবারে ।

সমাপ্ত ।

বিজ্ঞাপন।

বিম্বাঙ্ক, কাব্য ও বামধুবিজয় কাব্যের অনতি বিলম্বেই প্রকাশিত হইবে।